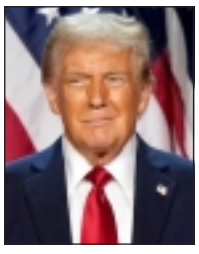


প্রেসিডেন্ট পদে লড়াইয়ের ইঙ্গিত ট্রাম্প পুত্রের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় ছেলে এরিক ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাঁর বাবার দ্বিতীয় মেয়াদ *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

খামেনির প্রাণ বাঁচালাম, ধন্যবাদটুকুও দিলো না: ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে লজ্জাজনক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেও, খামেনি তাকে ধন্যবাদও জানাননি বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ২৯ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

www.banglapatrikausa.com ■ Vol. 29 ॥ Issue 39 / June 30, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ৩৯ ॥ সোমবার, জুন ৩০, ২০২৫, আষাঢ় ১৭, ১৪৩২ ॥ মহররম ০৪, ১৪৪৭

আশ্রয়প্রার্থীদের অশনিসংকেত: দ্রুত বিতাড়নে 'ফাস্ট ট্র্যাক' পরিকল্পনা!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসী বিরোধী নীতিতে এবার যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় আবেদনের মাধ্যমে বৈধভাবে কাজের সুযোগ পাওয়া অভিবাসীদের দ্রুত বিতাড়নে 'ফাস্ট ট্র্যাক' কার্যক্রমের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এতে ইউ. এস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) এ পেন্ডিং থাকা আশ্রয় আবেদন দ্রুত শুনানী করে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের বা এজপেইডেট রিমুভাল আওতায় সরাসরি আবেদন বাতিল করা হবে। এমনকি আদালতে শুনানীর সুযোগ দেয়া হবে না। আর এমন 'ফাস্ট ট্র্যাক' এ অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে আশ্রয় আবেদন কারী প্রায় আড়াই থেকে ৩ লাখ অভিবাসীকে প্রথম ধাপে বহিষ্কার করা হবে। এজন্য ইউএসসিআইএসকে এনফোর্সমেন্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারী ক্রিস্টি নোয়েমের নির্দেশে। ইতিমধ্যে ইউএসসিআইএস সকল প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। সিএনএনের এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদনে ট্রাম্প প্রশাসনের *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

এই নীতির প্রভাব

- আশ্রয়প্রার্থীদের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে।
- আইনি সহায়তা বা শুনানি ছাড়াই ফেরত পাঠানো হবে।
- অনেক পরিবার ভেঙে যাবে, যাদের সদস্যদের কেউ বৈধ আবার কেউ নয়।
- অভিযোগ ছাড়াও অনেকে শুধুমাত্র প্রক্রিয়াগত কারণে আবেদনের বাইরে পড়ে যাবেন।

মামদানির নির্বাচনী প্রচার কৌশলের প্রশংসায় ট্রাম্প ঘনিষ্ঠরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে মেয়র পদে জোহরান মামদানি বিজয়ী হওয়ায় প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠরা। সম্প্রচারমাধ্যম ফক্স নিউজের সাবেক উপস্থাপক ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত টাকার কার্লসন এবং রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য মারজোরি টেইলর গ্রিন মামদানির প্রচারণার প্রশংসা করেছেন।

টাকার কার্লসন তাঁর পডকাস্ট 'দ্য টাকার কার্লসন শো'তে বলেন, 'এই লোকটিই ছিল একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিউইয়র্ক সিটি মেয়রদের বিতর্কে বলেছিলেন তিনি নিউইয়র্ক সিটিতেই মনোযোগ দিতে চান।'

কার্লসন আরও বলেন, 'সব প্রার্থীকেই



জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– "আপনি যদি অন্য কোনো দেশে যেতে পারতেন, তাহলে কোথায় যেতেন? *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধ নয়

ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিতের বিল আটকে গেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একক সিদ্ধান্তে যুদ্ধ শুরুর ক্ষমতা যেন প্রেসিডেন্টের হাতে না থাকে এই উদ্দেশ্যে আনা বিল শেষ পর্যন্ত আটকে গেল। ডেমোক্রেটদের আনা এই প্রস্তাব সিনেটে ভোটে ব্যর্থ হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫৩-৪৭ ভোটে বিলটি বাতিল হয়।

বিলটির লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ না নিতে পারেন। কারণ, এর আগে চলতি মাসেই ইসরায়েলের সঙ্গে সমন্বয় করে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় ভয়াবহ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ওই হামলা কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে চালানো হয়। *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়

ফেডারেল আদালতের ক্ষমতা সীমিত : জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার এক বিভক্ত রায়ে জানিয়েছে, একক ফেডারেল বিচারকরা এখন থেকে আর দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবেন না। তবে এই রায়ের পরও জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশ বৈধতা না দিলেও সেটি বাতিল কিংবা এ নীতির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচারকরা স্পষ্ট কোন মন্তব্য করেননি। এতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব এর ভবিষ্যৎ ধোঁয়াশায় রয়ে গেছে। এর ফলে সাংবিধানিক নীতিকে পাশ কাটিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন যেকোন নীতি কার্যকর করতে পারেন বলে ধারণা আইন বিশেষজ্ঞদের। এমন রায়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিজয় হয়েছে।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ৬-৩ ভোটে গৃহীত এই রায়ে বলা হয়, আদালতের কাজ শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্য *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

জুলাই সনদ নিয়ে অনিশ্চয়তা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, গত সাতদিনের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এখনো হয়নি। 'জুলাই সনদ' কবে নাগাদ হতে পারে, তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম- আবু সাঈদের শাহাদতবার্ষিকীতেই সকলে মিলে সনদে স্বাক্ষর করতে পারবো। সেটা কতোটা সম্ভব হবে তা আপনাদের (রাজনৈতিক দল) ওপর নির্ভর করছে। আমরা খানিকটা শঙ্কিত যে, সে জায়গায় যাবো না। তবে এটা আমরা বলতে পারি জুলাই মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়াকে একটা পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিতীয় *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

প্রথম ধাপ পার করল ট্রাম্পের 'বিগ, বিউটিফুল বিল'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিলটি আইনে পরিণত হলে এর হাত ধরে ফেডারেল করের পরিমাণ কমবে, সামরিক খাত ও সীমান্ত নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়বে এবং মেডিকেইডের মতো কর্মসূচিতে কম ব্যয় হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ সিনেটের রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'বিগ, বিউটিফুল বিল' পাসের পথে এক ধাপ অগ্রসর হল।

বিশাল ব্যয় এবং কর কমানোর বিলটি উচ্চকক্ষে আলোচনার জন্য উঠবে কিনা শনিবার রাতে সেই ভোট হয়েছে। তাতে ট্রাম্পের এই 'বিগ, বিউটিফুল বিল' ৫১-৪৯ ব্যবধানে *২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাধিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

জুলাই সনদ নিয়ে অনিশ্চয়তা



প্রথম পৃষ্ঠার পর দফার সপ্তম দিনের বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল- সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট, উচ্চকক্ষের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা।

ড. আলী রীয়াজ বলেন, একদিন পর জুলাই মাস। কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি- আমরা আন্তরিক থাকতে চাই, জুলাই মাসের মধ্যেই যেন আমরা একটি জাতীয় সনদে উপনীত হতে পারি। সেই প্রচেষ্টায় আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল।

তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হবো। যে ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদী শাসনকে তৈরি করেছে, তার কাঠামোগত পরিবর্তনগুলো আমাদের করতে হবে। এই সংকল্প থেকে সমস্ত কিছু পাশে রেখে আমরা সমবেত হয়েছিলাম। আপনাদের কর্মীরা প্রাণ দিয়েছেন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন। সেই রক্তের ওপর পা রেখে আমরা এখানে এসেছি। ৭০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে কমিশনের যে প্রস্তাব ছিল সেখান থেকে কমিশন আলোচনার মধ্যদিয়ে সরে এসেছে।

আলী রীয়াজ বলেন, উচ্চকক্ষের বিষয়ে দুটি প্রস্তাব ছিল। এর মধ্যে একটি, ১০৫ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দেবেন। আপনারা এই বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। সঙ্গতভাবে কমিশন এই জায়গা থেকে সরে এসে ১০০ জন সদস্যের উচ্চকক্ষ তৈরির বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। মূলনীতির ক্ষেত্রে কমিশনের কিছু প্রস্তাব ছিল সংবিধান সংস্কার কমিশনে। সেখানে আমরা আলোচনা করেছি, অনেকটা অগ্রসর হয়েছি।

বৈঠক শেষে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন কমিটি নিয়ে আমাদের মতামত আগের মতোই। আমরা চাই এসব সংস্থাগুলোর স্ব স্ব আইন সংশোধন করা এবং বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মধ্যদিয়ে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক। বিদ্যমান আইনের সংস্কারের মধ্যদিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে চাই। আইনের ধারা নির্ধারিত আরও যদি সংস্থা থাকে, সেগুলোতে ঐকমত্যের মধ্যদিয়ে আমরা আইন প্রণয়নের মধ্যদিয়ে নিয়োগ বিধি স্ব স্ব আইনে রাখতে চাই। কারণ আমরা ভারসাম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

তিনি বলেন, ১০০ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ গঠনের জন্য বিএনপি'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সংসদের নিম্নকক্ষের প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ নির্ধারণের জন্য দলের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে হবে তা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে যদি সুন্দর গ্রহণযোগ্য কোনো প্রস্তাব আসে দেশের স্বার্থে আমরা সেটা বিবেচনা করবো। ঐকমত্য কমিশন থেকে আরও আলোচনা করতে বলা হয়েছে। এভাবে আর কতোদিন আলোচনা করলে ঐকমত্য হবে তা জানি না।

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, সংবিধানিক এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এনসিসি'র ওপর অনেক দলের আপত্তি থাকায় এর পরিবর্তে 'সংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ নিয়োগ কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এবি পার্টির সাধারণ সমপাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, কিছু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পিএসসি মানবাধিকার ও তথ্য কমিশনের নিয়োগের ক্ষমতা কার কাছে থাকবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিগত সময়ে আমরা দেখেছি সার্চ কমিটি গঠন করে নিজেদের মতো নিয়োগ দেয়া হতো। এনসিসি'র প্রস্তাবে বিএনপি'র আপত্তি ছিল তাই কমিশন থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যে একটা বডি থাকবে যারা এ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ দিবে। যেখানে দলীয় রাজনীতিকরণের মাধ্যমে নিয়োগ হবে না। বড় একটি দল রাজি না হওয়ায় কমিশনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে আরেকবার বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কমিটি ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কোনো ঐকমত্য হয়নি। আমরা বিগত সময়ে দেখেছি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থাকার কারণে সরকারের অনুগত লোকদের নিয়োগ দেয়া হতো। আমরা সরকার বিরোধী দল এবং বিচার বিভাগের প্রতিনিধিত্বের সমন্বয়ে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ চাই। বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল আপত্তি জানিয়েছে। সংসদের ১০০ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ গঠনের বিষয়ে আমরা একমত। তবে গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে ঐকমত্য হওয়া যায়নি।

বৈঠকে কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণঅধিকার পরিষদ, গণসংহতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিসহ ৩০টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের ক্ষমতা সীমিতের বিল আটকে গেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর এই প্রেক্ষাপটে, যুদ্ধ ঘোষণার একচ্ছত্র অধিকার প্রেসিডেন্টের হাতে থাকা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে সেই বিতর্ক ফের জোরালোভাবে ফিরে আসে সিনেট ফ্লোরে।

প্রস্তাবটি আনেন ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ডেমোক্রেট সিনেটর টিম কেইন। তিনি বলেন, "যুদ্ধ এমন একটি বিষয় যা কোনো ব্যক্তির মুড বা মুহূর্তের উত্তেজনায় নির্ধারিত হতে পারে না।" কেইনের মতে, যুদ্ধের মতো গুরুতর সিদ্ধান্তে নির্বাহী নয়, আইনসভাই চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে এমন ব্যবস্থাই হওয়া উচিত।

প্রস্তাবটি ছিল ১৯৭৩ সালের যুদ্ধক্ষমতা আইনের ভিত্তিতে গড়া। এতে বলা হয়, ইরানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে নতুন সামরিক পদক্ষেপ নিতে হলে প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই কংগ্রেসের অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের সম্মতি নিতে হবে। যদিও এতে আত্মরক্ষামূলক হামলা বা ইসরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের নির্দিষ্ট ক্ষমতা রাখা হতো।

তবে রিপাবলিকান-প্রভাবিত সিনেটে এই প্রস্তাব পাস হওয়ার সম্ভাবনা ছিলই ক্ষীণ। বেশির ভাগ রিপাবলিকান সদস্যই ট্রাম্পের ইরানবিরোধী পদক্ষেপকে সমর্থন করে আসছেন। সিনেটের দ্বিতীয় শীর্ষ রিপাবলিকান নেতা জন ব্যারাসো বলেন, "জাতীয় নিরাপত্তার হালনাগাদ বাস্তবতা দ্রুত পরিবর্তিত হয়। কমান্ডার ইন চিফকে (প্রেসিডেন্টকে) সেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা সংবিধানই দিয়েছে।"

এই বিতর্কে ডেমোক্রেটদের অবস্থান ছিল আরও কড়া। মেরিল্যান্ডের সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন বলেন, "ধরুন ইরান আমাদের আকাশসীমায় বোমারু পাঠিয়ে হামলা চালায় তখন কি আমরাও বলতাম এটি যুদ্ধ নয়?" তিনি ট্রাম্পের সেই যুক্তিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেন যে, "সীমিত হামলা মানেই যুদ্ধ নয়।"

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৯/১১ পরবর্তী যুগে প্রেসিডেন্টরা যিনি-ই থাকুন না কেন্কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই বারবার সামরিক অভিযান চালিয়েছেন। তবে এবারের ইরান-ইসরায়েল সংঘাত এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের হঠাৎ ভূমিকা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয় ডেমোক্রেটদের মধ্যে।

সিনেটর কেইনের কণ্ঠে সেই উদ্বেগই ধ্বনিত হয়েছে: "একটি বোমা ফেলার সিদ্ধান্ততা সীমিত হোক বা না হোক জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দিতে পারে। সেটি কোনো প্রেসিডেন্ট একা নেবেন কেন?"

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব এমন অধিকার এর আংশিক অংশ বাতিলের নির্বাহী আদেশের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়ায় এ বিষয়টি নিয়ে বিপাকে পড়তে যাচ্ছেন অবৈধ অভিবাসী পরিবারের প্রায় কয়েক লাখ শিশু। বিশেষ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর এ সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশ জারির পর যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী অবৈধ অভিবাসী পরিবারের শিশুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টি আটকে আছে। সর্বশেষ সুপ্রিম কোর্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ শুরুর আগে এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত রায় পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছিলেন তাদের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই অনিশ্চিয়তায়।

তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলেই নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে দীর্ঘদিন ধরে এমনটাই ছিল সংবিধান অনুযায়ী নিশ্চিত অধিকার। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২ বারের মতো হোয়াইট হাউসে ফিরে এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সেই ভিত্তির উপর আঘাত হেনেছেন। তাঁর ঘোষণায় বলা হয়েছে, অবৈধ অভিবাসী কিংবা অস্থায়ী ভিসায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের সন্তানরা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালেও আর দেশটির নাগরিকত্ব পাবেন না।

তার আদেশের বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। নিম্ন আদালত ট্রাম্পের এ আদেশকে অসাংবিধানিক বলে স্থগিতাদেশ দেন। সেখান থেকে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। সর্বশেষ ২৭ জুন শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট এর বিচারকরা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নি। এ দিন

এই আদেশ কার্যকর হলে প্রতিবছর দেশটিতে জন্ম নেওয়া লক্ষাধিক শিশু নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। পিউ রিসার্চের তথ্যে দেখা যায়, ২০১৬ সালে প্রায় আড়াই লাখ শিশু জন্মেছিল যাদের বাবা-মা ছিলেন অনিয়মিত অভিবাসী। সেই সংখ্যা ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২ লাখে। ফলে প্রস্তাবিত নীতির প্রভাব পড়বে লক্ষাধিক পরিবারে।

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের গবেষণায় উঠে এসেছে, এই আদেশ বাস্তবায়িত হলে ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বহীন মানুষের সংখ্যা ৪৭ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এতে শিশুরা নাগরিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এমনকি আইনি অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে, যা ভবিষ্যতে বড় ধরনের মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

ট্রাম্প নিজেই পূর্বে বলেছিলেন, তিনি পরিবার বিচ্ছিন্ন করতে চান না। কিন্তু যদি পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে রাখতে হয়, তাহলে তাদের সবাইকেই একসঙ্গে ফেরত পাঠাতে হবে। তাঁর এই অবস্থান স্পষ্টভাবে দেখায় যে, তিনি অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোরতা আনতে চাইছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৮৬৮ সালে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সেই সংশোধনী বলছে, দেশটিতে জন্ম নেওয়া ও আইনগত অধীনে থাকা সবাই নাগরিক। ১৮৯৮ সালের ঐতিহাসিক 'ওং কিম আর্ক' মামলায় সুপ্রিম কোর্টও এই অধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ১৪তম সংশোধনীটি অবৈধ অভিবাসী কিংবা অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাদের ব্যাখ্যায়, নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য শিশুর পিতামাতার দেশে স্থায়ী বসবাস এবং বৈধ অবস্থান থাকা জরুরি।

সুপ্রিম কোর্ট এক রায়ে বলেছে, ফেডারেল বিচারকেরা আর সারাদেশজুড়ে সর্বজনীন নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবেন না। এ সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আদালত জানিয়েছে, কোনো নীতিকে অসাংবিধানিক বলার ক্ষেত্রে কেবল সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্য রায় প্রযোজ্য হবে, পুরো দেশের জন্য নয়।

এই আদেশের পক্ষে-বিপক্ষে জনমতও রয়েছে স্পষ্ট বিভাজিত। রয়টার্স ও ইপসোস পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের পক্ষে, বিপক্ষে অবস্থান করছেন ৫২ শতাংশ। রিপাবলিকান সমর্থকদের মধ্যে এই নীতির প্রতি সমর্থন তুলনামূলকভাবে বেশি, অন্যদিকে বিরোধিতা করছে অধিকাংশ ডেমোক্র্যাটপন্থী নাগরিক।

প্রথম ধাপ পার করল ট্রাম্পের

প্রথম পৃষ্ঠার পর উৎরেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন। এখন সিনেটররা বিলটি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করবেন; সুযোগ থাকবে নানান সংশোধনী ঢোকানোরও।

বিলটি আইনে পরিণত হলে এর হাত ধরে ফেডারেল করের পরিমাণ কমবে, সামরিক খাত ও সীমান্ত নিরাপত্তায় ব্যয় বাড়বে এবং মেডিকেইডের মতো কর্মসূচিতে কম ব্যয় হবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ৪ জুলাইয়ের মধ্যে বিলে স্বাক্ষর করে সেটিকে আইনে পরিণত করতে চান। কিন্তু সে পর্যন্ত যেতে বিলটিকে আরও বেশ কয়েকটি ধাপ পাড়ি দিতে হবে।

তর্ক-বিতর্কের পর সিনেটে সংশোধনীসহ গৃহীত হলে বিলটি ফের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে আলোচনা ও ভোটের জন্য যাবে। দুই কক্ষ বিলের একই সংস্করণে একমত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করতে পারবেন না।

শনিবার রাতের ৫১-৪৯ ব্যবধানে জেতাকে ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'অসাধারণ বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। এজন্য চার রিপাবলিকান রিক স্কট, মাইক লি, রন জনসন ও সিনথিয়া লামিসকে ধন্যবাদও দিয়েছেন তিনি।

এদিন দুই রিপাবলিকান বিপক্ষেও ভোট দিয়েছেন। তারা হলেন থম তিলিস ও র‍্যান্ড পল। ডোনাল্ড ট্রাম্প পরে এ দুজনের সমালোচনা করেছেন।

দোদুল্যমান রিপাবলিকানদের মন জয় করতে এদিন ক্যাপিটলে যান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও। তিনি কয়েক সিনেটরের সঙ্গে দেখা করে তাদের ভোট পক্ষে আনার জোর চেষ্টা চালান। সিনেটর লিসা মুরকোওস্কি প্রথমে বিলটি সিনেটে আলোচনার জন্য উত্থাপনের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন বলে জানালেও তার রাজ্য আলাস্কার সুবিধা হবে এমন কিছু জিনিস বিলে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি মত বদলান।

এদিকে সিনেটের ডেমোক্রেটরা বিলটি পাস যেন দেরিতে হয় তা নিশ্চিতে পার্লামেন্টের সহকারীদেরকে পুরো বিলটি জোরে জোরে পড়ার দায়িত্ব দিয়েছেন, যা শেষ হতে ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত লেগে যেতে পারে, বলছে সিএনএন।

বিলটি পড়ার পর হবে বিতর্ক এবং তারপর 'ভোট-আ-রামা' নামের দীর্ঘ অধিবেশন, যেখানে একের পর এক সংশোধনী উত্থাপিত হতে থাকে, এবং সেগুলো নিয়ে ভোট হয়। এবার এ 'বিগ, বিউটিফুল বিল'-এর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সংশোধনীই ডেমোক্র্যাটদের দেওয়ার কথা। সব দ্রুতগতিতে এগোলে সোমবার বিলটি নিয়ে চূড়ান্ত ভোট হতে পারে।

নিম্নকক্ষের স্পিকার মাইক জনসন রিপাবলিকানদেরকে এখনই সিনেটে ওঠা বিলটির বিপক্ষে কিছু না বলতে অনুরোধ করেছেন, কেননা এটির অনেক জায়গায় সংশোধনী আসতে পারে।

তবে প্রতিনিধি পরিষদের দুই রিপাবলিকান আগেই জানিয়েছেন, মেডিকেইড প্রকল্পে পরিবর্তন থাকায় তারা বিলটি পছন্দ করছেন না, এবং এর বিপক্ষেই ভোট দেবেন।

খামেনির প্রাণ বাঁচালাম, ধন্যবাদটুকুও দিলো না: ট্রাম্প

ট্রাম্প। সেই সঙ্গে তিনি খামেনির প্রতি অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ এনে হুঁশিয়ারি দেন, ইরান যদি পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের দিকে এগোয়, তাহলে তিনি আরও বোমা হামলার নির্দেশ দেবেন।

শুক্রবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি খামেনিকে অত্যন্ত জঘন্য ও অপমানজনক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম, তবে তিনি ধন্যবাদটুকুও দিলেন না।'

ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে ইরান জয়লাভ করেছে, খামেনির এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প এ কথা বলেন। খবর টাইমস অব ইসরায়েল

ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানে হামলা চালানোর সময় খামেনি কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তা তিনি জানতেন। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর খামেনিকে হত্যার পরিকল্পনাও রুখে দেন তিনি।

খামেনির যুদ্ধ জয়ের ঘোষণাকে মিথ্যা ও বোকামিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনাও করেন ট্রাম্প।

তবে খামেনিকে নিয়ে করা ট্রাম্পের মন্তব্যকে 'অসম্মানজনক ও অগ্রহণযোগ্য' আখ্যা দিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি মনেপ্রাণে চুক্তি করতে চান, তাহলে তাকে আয়াতুল্লাহ খামেনির প্রতি অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং তার কোটি ভক্তের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।'

এর আগে, ইরানে হামলা চালিয়ে দেশটির পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন ট্রাম্প।

সেসময় সংঘাতের অংশ হিসেবে খামেনিকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিল ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু খামেনিকে হত্যা করলে দুই চিরশত্রুর মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটবে এবং 'পরমাণু যুদ্ধ বন্ধ' হবে বলেও মন্তব্য করেন।

ইরানের পরমাণু অস্ত্র অর্জন ঠেকানোর কথা বলে গত ১৩ জুন দেশটিতে অতর্কিতে হামলা চালায় ইসরায়েল। পরবর্তীতে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হলে এই সংঘাত নতুন মোড় নেয়। হামলা-পাল্টা হামলার মধ্য দিয়ে ১২ দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল ও ইরান। তবে দুই দেশের মধ্যেকার এই সংঘাতের শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হত্যার পরিকল্পনা বারবার শিরোনাম হয়েছিল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

SYLHET DAKSHIN SURMA UNITED USA INC

সিলেট-দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএসএ ইন্‌ক

বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা

২০২৫

রবিবার
৬ই জুলাই ২০২৫
সময়ঃ
সকাল ১০টা
সন্ধ্যা- ৭টা

FDR State Park
2957 Crompond Rd, Yorktown Heights, NY 10598

সম্মানিত সুধী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,
আগামী ৬ই জুলাই, ২০২৫, রবিবার, সিলেট দক্ষিণ সুরমা ইউনাইডেট ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে FDR State Park,-এ বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা'র আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

অনুষ্ঠান সূচীঃ
খেলা-ধূলা,
র‍্যাফেল ড্র,
মধ্যাহ্ন ভোজ ও
পুরস্কার বিতরণ

র‍্যাফেল ড্র পুরস্কার

১ম পুরস্কার:
নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক
এয়ার টিকেট অথবা নগদ ১,০০০ ডলার
সৌজন্যেঃ শাহনেওয়াজ, এমবিএ
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও
গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

২য় পুরস্কার:
স্বর্ণের কানের দুল
সৌজন্যেঃ জামাল আহমেদ

৩য় পুরস্কার:
নিউইয়র্ক টু লন্ডন ($600)
সৌজন্যেঃ আকিব হোসেন (রিয়েলেটর)

৪র্থ পুরস্কার: অ্যাপল ওয়াচ
সৌজন্যেঃ আজাদুল ইসলাম আলমগীর

৫ম পুরস্কার: ৫৫ ইঞ্চি এলইডি টিভি
সৌজন্যেঃ নিরব রেস্টুরেন্ট

৬ষ্ঠ পুরস্কার: ল্যাপটপ
সৌজন্যেঃ এম.এ. আজিজ

৭ম পুরস্কার: সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ
সৌজন্যেঃ মাসুদুর রহমান (রিয়েলেটর)

৮ম পুরস্কার: ৫০ ইঞ্চি এলইডি টিভি
সৌজন্যেঃ খলিল রুনা (সানরে হোমকেয়ার)

৯ম পুরস্কার: স্মার্ট ফোন
সৌজন্যেঃ জামাল হোসাইন (রিয়েলেটর)

১০ম পুরস্কার: জুস ব্ল্যান্ডার
সৌজন্যেঃ নুরুল হক লাল

এছাড়ও আরোও আকর্ষনীয় পুরস্কার রয়েছে।

বনভোজন উদযাপন কমিটি

আহবায়কঃ
আলহাজ্ব কফিল আহমেদ চৌধুরী

যুগ্ম আহবায়কঃ
নজরুল ইসলাম
মিজানুর রহমান সিকদার (বনাম)
হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী
মুজিবুর রহমান (মেম্বার)
শফিকুল ইসলাম
কাজী আহসান আহমেদ
আলতায়ুর রহমান (আলতা)
বদরুল আলম
মুহিবুল আলম
ফটিক মিয়া
ফারুক চৌধুরী

প্রধান সমন্বয়কারীঃ
আব্দুল আহাদ হেলাল

সমন্বয়কারীঃ
সাজন খান
মোহাম্মদ জুয়েল আহমেদ
রেজাউল হক রুহেল
বুলবুল আহমেদ
শামীম আহমেদ
গুলজার চৌধুরী
মো: সামি
কালিম আহমেদ জাফর
মাহবুব উদ্দিন কামরান
এস. খান
কাবুল চৌধুরী
সালেহ আহমেদ

সদস্য সচিবঃ
মাজলুল আহমেদ কামরান

যুগ্ম সদস্য সচিবঃ
সামুন মাহমুদ সিদ্দিকি
আলমগীর হোসাইন
মাহবুব আহমেদ চৌধুরী
জিয়াউল ইসলাম ঝিনুক
আতিকুল ইসলাম
নোমান আহমেদ
সাবের আহমেদ
রাসেল আহমেদ
আজাদুল ইসলাম আলমগীর
ইমরান উদ্দিন
শাহ আবু সাঈদ
মামুন হোসাইন

সার্বিক তত্বাবধান ও পরিচালনায়ঃ

মনসুর আহমেদ চৌধুরী
শ্যামল কান্তি চান্দ্রা

ইসতাকুল হোসেইন, ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম , এ্যাড. আব্দুর কাইয়ুম চৌধুরী, আনসার উদ্দিন আহমদ, সুলতান আহমেদ, শাহ আলম আহমেদ, মঞ্জু সিকদার, রিপন আহমেদ, মাহবুবুর রহমান টিটু চৌধুরী, জামাল মিয়া, নুরুল হক লাল, সুয়েব আহমেদ, ফরিদ আহমেদ, গোলাম ফারুক, আব্দুর রব চৌধুরী, আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বদরুল আলম, সুমন আহমেদ, সুফিয়ান আহমেদ, আশফাক আহমেদ, গোলাম মিনহাজ, সৈয়দ শিপু, আক্তার আহমেদ, গুলজার আহমেদ রিপন, দেলোয়ার চৌধুরী, আব্দুল করিম, আনহার আহমেদ সানু, কাবুল আহমেদ, শামসুর রহমান, ফায়সাল আহমেদ, লায়েক আহমেদ, হেলাল আহমেদ, জাওয়াদ হোসেন জাহিন, শাহিন আহমেদ, জাহাঙ্গীর হোসেন, আব্দুল জলিল, ইশতিয়াক আহমেদ।

অর্থ কমিটিঃ

শাহ কামাল উদ্দিন (347-998-3878), মাহবুব আহমেদ চৌধুরী (347-593-2397), শাহ সেলিম আহমেদ (347-383-3412)

আপ্যায়নঃ

নুরুল ইসলাম খালেদ, রিপন আহমেদ, পাভেল আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, হাজী বাবলু, সাবেদ আহমেদ, আমিনুল ইসলাম খান বেলাল মিয়া, মুকিত আহমেদ, আব্দুল হামিদ, সুমন আহমেদ, শুয়েব আহমেদ, জাওয়াদ হাসান, সামাদ, তানভীর আহমেদ, মল্লিক আহমেদ।

প্রচার কমিটিঃ

আজাদুল ইসলাম আলমগীর
মাহবুবুর রহমান জুয়েল, আবু বক্কর, মুরাদ হোসেন, এমদাদুল ইসলাম, জাসিমুল হক, এমরান হোসেন, নাঈম আহমেদ।





আমন্ত্রণেঃ
সিলেট-দক্ষিণ সুরমা ইউনাইটেড ইউএসএ ইন্‌ক

আহবায়কঃ
রিয়াজ উদ্দিন কামরান
917-913-7165

সদস্য সচিবঃ
শাহ্ সেলিম আহমেদ
347-383-3412

The Weekly Bangla Patrika

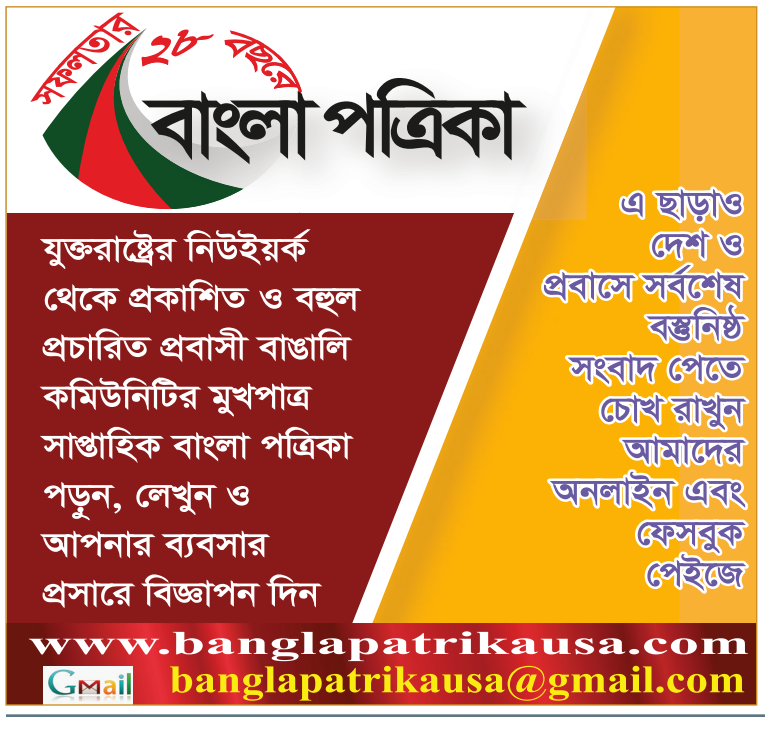
Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন
সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতে আনুন

নির্বাচন গণতান্ত্রিক সমাজের অনুষঙ্গ। গণতান্ত্রিক শাসনে দেশের মালিক মোক্তার বলে বিবেচিত হয় জনগণ। দেশ শাসনে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট। সে নির্বাচন বিতর্কিত হয়ে পড়লে দেশ শাসনে জনগণের অংশীদারি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের ইতিহাসে বিতর্কিত নির্বাচনের সংখ্যা কম নয়। তবে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন অতীতের সব অনিয়ম ও অস্বচ্ছতাকে অতিক্রম করেছে। তিনটি নির্বাচনই প্রহসনের নির্বাচন বলে বোদ্ধাজনদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এমনকি যারা এ তিন নির্বাচনের কুশীলব তারাও লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর দোষ ঢাকার সাফাই জোর গলায় বলতে পারেননি। জুলাই গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল গণতন্ত্রহীনতার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ওই গণ অভ্যুত্থানে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা এবং দেশের সিংহভাগ মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ তিন নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেনি। ভোট দেওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার বিতর্কিত তিন নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত দুই প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি এ সত্যটা তারা স্বীকারও করেছেন। দুই প্রধান নির্বাচন কমিশনার গ্রেপ্তারের পর অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, ইসি সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি, এসপি, ইউএনও এবং ওসিরা আতঙ্কে ভুগছেন। উপসচিব ও সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্বপালনকারী নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারাও রয়েছেন আতঙ্কে। ইতোমধ্যে বিগত তিন নির্বাচনের অনিয়ম তদন্তে সরকার উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। এর ফলে আতঙ্কে ভুগছেন তৃণমূলের প্রিসাইডিং, সহকারী প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী স্কুলশিক্ষক পর্যন্ত। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে সরকার যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না চায়, তবে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা কোনো কাজে আসে না। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সততার গুরুত্বও অনেক বেশি। আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থেই অতীতের বিতর্কিত তিন নির্বাচনে জড়িত সবার জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।

ইতোমধ্যে বিগত তিন নির্বাচনের অনিয়ম তদন্তে সরকার উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। এর ফলে আতঙ্কে ভুগছেন তৃণমূলের প্রিসাইডিং, সহকারী প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী স্কুলশিক্ষক পর্যন্ত। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তবে সরকার যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না চায়, তবে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা কোনো কাজে আসে না। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সততার গুরুত্বও অনেক বেশি।



‘নতুন বাংলাদেশ’ নিয়ে আশাবাদ

অরুণ কর্মকার



২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের অন্তরে আশাবাদের বীজ বপন করেছে। ফাইল ছবি

আশা-নিরাশা নিয়ে যুগে যুগে জ্ঞানী-গুণী, মহাজনদের মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে বিষম-বিভ্রমের মধ্যে ফেলে রেখেছে। কারণ, তাঁদের কেউ বলেছেন ‘ধন্য আশা কুহকিনি/তোমার মায়ায়, অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি, দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়; মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি...’। এখানে আশা হচ্ছে কুহক, মানে ছলনা। যদিও সমগ্র সমাজ-সংসার, রাষ্ট্র-সরকার সবই চালিত হয় আশায় আশায়, তারপরও আশার ছলনায় ভুলে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার উদাহরণের অভাব নেই। ২৪ বছরের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বিগত প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকের পথচলায় সাধারণ মানুষকে নানাভাবে আশাহত হতে হয়েছে। কাজেই আশাবাদী হওয়ার আগে কি কোনো সাধু সাবধান আছে?

আবার কোনো মহাজনের বাণী হচ্ছে, ‘সংসার সাগরে সুখ-দুঃখ তরঙ্গের খেলা/আশা তার একমাত্র ভেলা।’ অর্থাৎ সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন সবই জীবনের অংশ। জীবন চলার পথে এর সবই স্বাভাবিক। কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। আশা নামক ভেলায় চড়ে এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পথে। আশা করতে হবে যে সেই আগামী দিনগুলো হবে সমুজ্জ্বল। বারবার বহুভাবে আশার ছলনায় দুর্দশাগ্রস্ত, আশাভঙ্গের বেদনায় ভারাক্রান্ত দেশের আপামর সাধারণ মানুষ আমরা তাই আশাবাদীই হতে চাই। এবারের এই আশাবাদ ‘নতুন বাংলাদেশ’-এর প্রত্যাশায়। ’২৪-এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের অন্তরে এই আশাবাদের বীজ বপন করেছে। অভ্যুত্থানের শক্তি এবং অন্তর্বর্তী সরকার নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় আগেই ঘোষণা করেছে। এখন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ‘নতুন বাংলাদেশ দিবস’ পালনের। আগামী ৮ আগস্ট, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের বর্ষপূর্তির দিন এই দিবস পালিত হবে। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে, এটি গতানুগতিক একটি দিবস পালনের মধ্য দিয়েই শেষ হবে না। দিবসটি হবে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে অগ্রযাত্রার স্মারক।

তবে আশাবাদী আমরা যতই হই না কেন, অন্তর আমাদের পুরোপুরি নিঃশঙ্ক নয় এবং নিশ্চিতও নয়। এর একটা কারণ হতে পারে যে আমরা এ দেশের সাধারণ মানুষ ঘরপোড়া গরু। অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের একেবারেই ভালো নয়। দ্বিতীয় কারণ, অন্তর্বর্তী সরকারের গত প্রায় ১১ মাসের কাজকর্মে নতুন বাংলাদেশের পথে অগ্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি, তার খুব কমই দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় চাওয়া হলো সমাজের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিতের ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে বলার মতো কোনো অর্জন হয়নি। সাধারণ মানুষ কোনো পরিসরেই নিরাপদ বোধ করছে না। কার ওপর কখন কোন ট্যাগ লাগিয়ে হামলা-মামলা করা হবে, সেই ভয়ে সবাই ভীত। নারী এবং তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে এই ভয় সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রক্ষমতায় দীর্ঘদিন চেপে বসা একটি স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো একটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রায় এক বছর পরও যদি তার ফলাফল হয় আরও বেশি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা; যদি নবীন রাজনীতিকদের শরীরী ভাষা এবং চোখের চাহনিতে থাকে প্রতিপক্ষকে গিলে খাওয়ার প্রবণতা, তাহলে কীভাবে আমরা নতুন বাংলাদেশের পথে এগোব, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

কিন্তু আমরা কোনোভাবেই চাই না যে জুলাই অভ্যুত্থানের অর্জন ব্যর্থ হোক। ব্যর্থতার গ্লানি বড়ই মর্মান্তিক। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, প্রায় এক যুগ ধরে চলা সামরিক অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থান, আরও প্রায় এক যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে চলা সেইসব ঘটনার রেশ আমাদের দেশকে, দেশের অগ্রযাত্রাকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করেছে। এর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিকার হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ। তারপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার খোলসে ক্রমান্বয়ে যে স্বৈরশাসনের পত্তন ও বিকাশ হয়েছে, তারও পরিণতি আমরা দেখেছি এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছি। সুতরাং রাজনীতি ও সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে না পারার ব্যর্থতায় জুলাই অভ্যুত্থানের গায়ে ব্যর্থতার ছাপ পড়ুক, সেটা আমরা কোনোভাবেই চাই না। তবে এই ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের ১১ মাসের ভূমিকায় আমরা আশান্বিত হতে পারছি না।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির মতো উপরিতল মেরামতের যে কাজ অন্তর্বর্তী সরকার করে চলেছে, তার গতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ফল পাওয়ার বিষয়ে সন্দেহ নেই। সরকারের নেওয়া সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রধানতম যে সংবিধান সংস্কারের ধারা, তা এখনো সম্পন্ন না হলেও, হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় ও প্রধান ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল বিএনপি সাংবিধানিক সংস্কারের অনেক বিষয়েই নমনীয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তির সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার বিষয়ে একমত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মধ্যে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এমনটাই হওয়ার কথা। অবশ্য এখনো সংবিধানের মূলনীতির প্রশ্নে দ্বিমত রয়েছে। এ বিষয়েও শিগগিরই ঐকমত্য হবে বলে আমরা আশা করতে পারি। তবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ এবং সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী হবে, বলা কঠিন।

যদিও অনেক দলই সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন চায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের বড় ভয় হচ্ছে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে অংশ নেয় বা নিতে পারে, তাহলে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে তারাই হয়তো প্রধান বিরোধী দল হয়ে যাবে বলে অনেকের বিশ্বাস। তাই আওয়ামী লীগকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার কৌশল কী হতে পারে, সেটা একটা জরুরি বিষয়। তবে কথা হলো, যেভাবে আওয়ামী লীগের বিদায় হয়েছে তারপরও যদি তাদের নিয়ে এতটা ভীত হওয়ার কারণ থাকে, তাহলে তো সেই কারণ উপড়ে ফেলা যাবে না। আওয়ামী লীগের যে ভোট কিংবা সমর্থন, তা কি নাই করে দেওয়া যাবে? দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস কী বলে! এর মধ্যে আবার জামায়াতে ইসলামী নতুন করে আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি তুলেছে। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে দলটির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এগুলো কি জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার পাঁয়তারা হতে পারে! আমরা সাধারণ মানুষ অতটা জানি না। বোঝারও কথা নয়।

তবে এটুকু বোঝা যায় যে, সংবিধানসহ রাষ্ট্রের উপরিতলের সংস্কার হয়তো হবে। জুলাই গণহত্যার বিচারও হবে। হয়তো দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারও করে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সমাজের তৃণমূলে শান্তি, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতি হওয়া জরুরি। এগুলো ছাড়া তো শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাও সম্ভব হবে না। তাই সাধারণ মানুষের যেমন প্রধান চাওয়া শান্তি ও স্থিতিশীলতা, তেমনি অন্তর্বর্তী সরকারেরও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া দরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি। যদি সেটা করা যায় তাহলেই নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আশা কুহকে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা কমবে।

মানবিক দুর্যোগেও ফেসবুকে বাঙালির মশকরা

রুবাইয়া হক

মানুষের ভাব প্রকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ফেসবুককে মানুষ যেমন চিন্তাশীল কাজে ব্যবহার করে, তেমনি বিশ্বের বড় অংশের মানুষ নিছক ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের জন্যও এটি ব্যবহার করে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ঠাট্টা, মশকরা, ট্রল করার কাজেও ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যক্তির পরিসর পেরিয়ে আন্তর্জাতিক সীমাও ছাড়ায়।

সম্প্রতি পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে যখন যুদ্ধের উত্তেজনা তৈরি হয়, তখন ফেসবুক যেন দুই দেশের মধ্যে এক ভার্চুয়াল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেউ মিম বানায়, কেউ ট্রল করে, কেউ 'দেশপ্রেম' দেখানোর নামে অন্য দেশের মানুষের মৃত্যু নিয়েও হাসাহাসি করে। এমন হিউমার বা ঠাট্টার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সোশ্যাল মিডিয়ায়ও।

এ তো গেল যুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনার মধ্যে ঠাট্টা-মশকরা! কিন্তু মানুষের দুরবস্থা বা অসুস্থতা তো বটেই, বাঙালির ভার্চুয়াল ঠাট্টা-মশকরা থেকে বৈশ্বিক মানবিক দুর্যোগও রেহাই পায় না। করোনার মতো নজিরবিহীন মহামারি নিয়ে কয়েক বছরে সারা বিশ্বের মানুষ অনেক সচেতন, সেখানে ভার্চুয়াল পরিসরে বাংলাদেশের মানুষের আচরণ এখনো দায়িত্বহীন।

দেশে করোনার নতুন ধরনের উপস্থিতি, ভাইরাসে আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই দেখা যায়, করোনা, লকডাউন বা কোয়ারেন্টিন নিয়ে নানা রকমের কৌতুক, মিম আর মজা করার কনটেন্ট এখনো ভাইরাল হচ্ছে। কেউ বলে, 'আবার যদি লকডাউন আসে, ঘরে বসে টিকটকে ক্যারিয়ার বানিয়ে ফেলব।' কেউ আবার ব্যঙ্গ করে করোনাকে বলে, 'পুরোনো প্রেমের মতো, নাম শুনলেই বিরক্ত লাগে!'



প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

সেই অনিশ্চয়তার দিন

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। ওই বছরের ১৮ মার্চ দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি শুরু হয়েছিল। এ সময় 'কোয়ারেন্টিন', 'লকডাউন', 'হোম অফিস', 'অনলাইন ক্লাস'-এর মতো নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হয়ে যায় প্রতিদিনকার নাগরিক জীবনে। টানা ছুটির পর ৩১ মে সীমিত আকারে সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত ও কলকারখানা খুলে দেওয়া হয়। তবে এরপর কয়েক ধাপে সংক্রমণ বাড়ায় সীমিত, কঠোর, সর্বাত্মকের মতো ভিন্ন নাম ও ধরনের লকডাউনের মুখোমুখি হতে হয় দেশের মানুষকে।

লকডাউন নিয়ে ঠাট্টা

২০২৫ সালে এসে হঠাৎ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ এখানেও করোনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ভাইরাস প্রতিরোধে ১১ দফা নির্দেশনাও দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই লিখছেন, সংক্রমণ বাড়তে থাকলে ফের লকডাউনে ফিরে যেতে পারে দেশ। আর এই লকডাউনকে অনেকে হাসি-তামাশার পাত্র বানিয়েছেন।

কেউ লিখেছেন, 'এবার করোনায় যদি লকডাউন দেয়, তাহলে মাস্ক আর স্যানিটাইজারের বদলে আমি রিং লাইট আর স্ট্যান্ড কিনে টিকটক শুরু করে দেব।'

আবার কেউ প্ল্যান করেছেন, 'এবার যদি লকডাউন দেয়, তাহলে আমি টিকটক অ্যাপস ডাউনলোড করে টিকটক শুরু করে দেব। ক্যারিয়ার তৈরি করে নিতে হবে। গত লকডাউনে এই ভুলটাই ছিল, তা পুষিয়ে নিতে হবে।'

কেউ লিখছেন, 'এইচএসসি পরীক্ষা কি পারবে কোভিড-১৯ ঠেকাতে?' কিছু পেজ থেকে পোস্ট করা হচ্ছে, 'এবার Lockdown দিলে Tiktok করে Career Settle করে ফেলব!'

এমন হাসি আসে কোথা থেকে

করোনা মহামারির ভয়াবহতা এখনো বহু মানুষের হৃদয়ে কাঁটা হয়ে গাঁথা। করোনা-উত্তর জটিলতায় এখনো অনেকেই ভুগছেন। আমরা কি ভুলে গেছি, এই করোনাই কেড়ে নিয়েছিল আমাদের অনেকের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে? কারও বাবা, মা, ভাইবোন, জীবনসঙ্গী কিংবা সন্তান-এখনো অনেকের স্মৃতিতে প্রতিদিনই ফিরে আসে কষ্ট হয়ে।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে শয্যার জন্য হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি, তীব্র শ্বাসকষ্টে অক্সিজেনের জন্য হাহাকার, অসুস্থ স্বজনদের পাশে দাঁড়াতে না পারার যন্ত্রণা, লাশ দাফনের দীর্ঘ সারি, কেউ আপনজনের লাশ পর্যন্ত দেখতে পারেনি, সেই ভয়াবহ দিনগুলো কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায়?

করোনায় শুধু মানুষ মারা যায়নি-স্বপ্ন থেমে গেছে, পরিবার ভেঙে পড়েছে, অনেকেই এখনো মানসিক ও শারীরিকভাবে স্বাভাবিক হতে পারেনি। অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, কেউ ব্যবসা হারিয়েছেন, কারও পড়ালেখা থেমে গেছে।

এই করোনা কি নিছক মজার বিষয়? ২০২০ ও ২০২১ সালে বাংলাদেশের হাজারো পরিবার যেসব শোক, দুর্যোগ, অনিশ্চয়তা পেরিয়ে এসেছে; সেগুলোর দুঃসহ স্মৃতি এখনো অনেকের মনে জাগ্রত। এসব কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার মতো? করোনাকে 'মজার বিষয়' বানিয়ে ফেলা খুবই সংবেদনশীলতাহীন আচরণ বলেই মনে করেন অনেকে।

করোনাকাল আমাদের শিখিয়েছে:

-জীবন কতটা অনিশ্চিত

-সম্পর্ক কতটা অমূল্য

-আর সামান্য অসতর্কতা কত বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে

এই ডিজিটাল যুগে ভাব প্রকাশের মাধ্যম বদলে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ নিজেকে 'জাহির' করতে ব্যস্ত। আর হাসি-মজা জীবনেরই অংশ। কনটেন্ট বানানোও খারাপ নয়, কিন্তু সেই কনটেন্ট যদি কারও ক্ষতকে খোঁচায়, কারও কষ্টকে উপহাস করে, তাহলে সেটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে অনুভূতি প্রকাশের আরেকটি দিকও রয়েছে। এ ধরনের হাস্যরসকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যালোস হিউমার; অর্থাৎ বিপদের মুখেও হাসতে পারা।

চাপ, অনিশ্চয়তা বা মানসিক বিপর্যয়ের সময় অনেকেই ব্যঙ্গ-রসিকতা ব্যবহার করেন একধরনের মানসিক প্রতিরক্ষার কৌশল হিসেবে। চিকিৎসক, সাংবাদিক, পুলিশ বা সৈনিকদের মধ্যেও এমন প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে সাময়িক মুক্তি মেলে হাস্যরসে।

এটি একদিকে যেমন মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করে, অন্যদিকে সমাজকেও বাস্তবতার মুখোমুখি হতে কিছুটা সহজ করে তোলে। তবে এই রসিকতা তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা অন্যের দুঃখ, ক্ষতি বা শোককে উপহাস করে না।

আজকের পৃথিবী যাচ্ছে অসংখ্য চাপ, সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। এই প্রেক্ষাপটে 'ডার্ক হিউমার' বা ব্যঙ্গ-রসিকতার প্রবণতা বেড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তারও একটি সীমা থাকা প্রয়োজন।

কোনো 'ট্র্যাজেডিকে' কমেডিতে রূপ দেওয়ার আগে আমাদের ভাবা উচিত, এই হাসির পেছনে কারও কান্না আছে কি না। মানবিকতা ও সহানুভূতির জায়গা হারিয়ে ফেললে আত্মপ্রকাশের সেই সৃজনশীলতাও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে নিষ্ঠুরতা।

করোনাকাল আমাদের শিখিয়েছে-জীবন কতটা অনিশ্চিত। আমরা চাই, এই শিক্ষা যাতে ভুলে না যাই এত তাড়াতাড়ি। মজা হোক সচেতনতার সঙ্গে, জীবন ও সম্পর্কের মূল্য মাথায় রেখে, দায়িত্বের সঙ্গে কনটেন্ট তৈরি হোক। এই মিম, মজাই হয়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্দেশ্য।

লেখক: সহসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

মুরাদনগরে নিপীড়নের শিকার নারীর আকুতি

'মান সম্মান সব গেছে, এখন সন্তান নিয়ে বাঁচতে দিন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'আমার মানসম্মান সব গেছে, সবাই মুক্তি পাক। স্বামী এ ঘটনা শুইনা আমারে ফোনও দেয় না। আমাকে দুটি শিশুসন্তান নিয়ে বাঁচতে দিন। আমি দশজনের শাস্তি চাই, দেশের শান্তি চাই। আমার যা হওয়ার তো হয়েই গেছে। আমি মামলা তুলে নেব।' কুমিল্লার মুরাদনগরে নিপীড়নের শিকার সেই নারী সাংবাদিকদের কাছে এ আকুতি জানান।

গত শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিপীড়নের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। মুরাদনগরে ঘটে যাওয়া এ নারকীয় ঘটনার জেরে দেশের প্রতিটি স্তরে নেমে এসেছে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড়। একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সামনে আসে এক নারীর প্রতি বর্বর নির্যাতন ও লজ্জাজনক নিপীড়নের কাহিনি। এ ঘটনায় গত শুক্রবার ফজর আলী নামে এক ব্যক্তিকে আসামি করে ধর্ষণের মামলা করেন ওই নারী। ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ফজরসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফজর ছাড়া অন্য চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়েছেন। এ অভিযোগে রোববার কুমিল্লার মুরাদনগর থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে আরেকটি মামলা করেন ভুক্তভোগী নারী। ওই মামলায় চারজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। ভাইরালকাণ্ডে জড়িত গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন– একই এলাকার আবদুল হান্নানের ছেলে সুমন, জাফর আলীর ছেলে রমজান, মো. আলমের ছেলে আরিফ ও তালেম হোসেনের ছেলে অনিক।



মুরাদনগরে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভুক্তভোগী নারীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ধর্ষণ মামলার এজাহারে ভুক্তভোগী নারী জানান, অভিযুক্ত ফজর আলী তাঁর বাবার বাড়ির এলাকারই বাসিন্দা। যখনই স্বামীর বাড়ি থেকে নিজ বাড়ি বেড়াতে আসেন, তখন বিভিন্ন সময় উত্ত্যক্ত করতেন। গত বৃহস্পতিবার ওই ব্যক্তি কৌশলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে গলায় ছুরি ধরেন। এক পর্যায়ে খুনের ভয় দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। ফজর আলী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে তাঁকে আটকে মারধর করেন।

ওই নারীর স্বজন বলছেন, মূল অভিযুক্ত ফজরের সঙ্গে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভুক্তভোগী নারীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বৃহস্পতিবার রাতে খালি বাসা পেয়ে দরজা ভেঙে ফজর আলী তাঁকে ধর্ষণ করেন। এর পর আরও ৭-৮ জন ঘরে প্রবেশ করে সেই নারীর বিবস্ত্র অবস্থার দৃশ্য ভিডিও করেন। তাঁকে মারধরও করা হয়েছে। পরে তা অনলাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মূল অভিযুক্তের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে পাল্টাপাল্টি ভাষ্য আসতে থাকে।

শনিবার রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি জায়গায় ওই ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। সারাদেশে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘটনার নিন্দা ও জড়িতদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

এদিকে কুমিল্লার মুরাদনগরের ঘটনায় ভুক্তভোগী নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নির্বাচনের পথে বিএনপি: প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আর অনিশ্চয়তা নয়ড়এমন বিশ্বাস থেকেই এখন নির্বাচনী প্রস্তুতি গুছিয়ে নিচ্ছে বিএনপি। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে ধরে নিয়ে দলটি পরিকল্পনা সাজাচ্ছে সতর্ক ও হিসেবি ভঙ্গিতে। সাম্প্রতিক লন্ডন বৈঠকে পাওয়া বার্তায় আত্মবিশ্বাসী নেতারা মনে করছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজন করবেন।

নির্বাচনের পথ পরিষ্কার হচ্ছে ভাবতেই দলীয় কৌশলে আসছে গতি। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে বিএনপি এখন আর আবেগে নয়, বরং বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছে। যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনমুখী হওয়ার চিন্তা ইতিমধ্যেই আলোচনা পর্যায়ে পৌঁছেছে। শরিকদের সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফর্মুলা ঠিক না হলেও একসঙ্গে পথ চলার ইচ্ছা স্পষ্ট।

দলীয় নেতৃত্বের দিক থেকে এবার স্পষ্ট একটি বার্তা মিলেছে প্রার্থী বাছাইয়ে কোনো ধরনের ছাড় থাকবে না। তারেক রহমানের সরাসরি নির্দেশনায় সংগঠনের প্রতি দায়হীন, আন্দোলনে নিষ্ক্রিয় কিংবা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে গোপন আপস করা নেতাদের এবার আর জায়গা মিলবে না। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থে যাঁরা দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন, তাঁরাও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন না। এমনকি যারা পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও কঠোরতা অব্যাহত থাকবে।

এই কঠোরতা এবং শৃঙ্খলার পেছনে রয়েছে একটি বড় লক্ষ্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় ফেরা। দীর্ঘ ১৬ বছর পর সেই সম্ভাবনাকে অনেকটাই বাস্তব মনে করছে বিএনপি। সে কারণেই মনোনয়ন থেকে শুরু করে প্রচার, ইশতেহার, জোট গঠনসহ প্রতিটি বিষয়ে চলছে গভীর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি।

তৃণমূলে অনেকেই এরই মধ্যে নির্বাচনী এলাকায় কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যদিও এখনো নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে দলীয়ভাবে প্রাথমিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের। ফলে নীরব প্রতিযোগিতা ও মাঠ গোছানোর কাজ একসঙ্গে এগোচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে প্রচার কৌশলেও নতুনত্ব আনতে চায় বিএনপি। এবার প্রচারে থাকবে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার, উন্নত দেশগুলোর প্রচার কৌশলের ছাপ এবং পেশাদার টিমের অংশগ্রহণ। সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিকে যুক্ত করে একটি যুগোপযোগী প্রচার-রূপরেখা তৈরি করছে দলের মিডিয়া সেল।

নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ক্ষেত্রেও থাকছে ভিন্নমাত্রা। আগেই যে ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেটির ভিত্তিতেই ইশতেহার তৈরি হবে। শরিক দলগুলোর মতামত সেখানে প্রতিফলিত থাকবেড়এমনটাই জানিয়েছেন দলীয় নেতারা। যারা বিগত দিনে আন্দোলনে পাশে থেকেছেন, নির্বাচন বর্জন করেছেন, তাঁদের অবদান দল মনে রেখেছে এবং তা নির্বাচনী সমঝোতায় মূল্যায়িত হবে বলেও আভাস মিলছে।

সব মিলিয়ে বিএনপির রাজনৈতিক মঞ্চ এখন পুরোদমে প্রস্তুতির কেন্দ্রে। নির্বাচন অবধারিত এই বিশ্বাসে দলটি সামনে এগোচ্ছে পরিমিত আশাবাদ, কৌশলী অগ্রসরতা ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার নতুন বার্তা নিয়ে।



এ বছর ৪১ বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চলতি বছর হজে গিয়ে গত শুক্রবার পর্যন্ত ৪১ জন বাংলাদেশ হাজির মৃত্যু হয়েছে। আর সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৬ জন হাজি। চলতি বছর হজে গিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন ৩১০ জন হাজি। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ বুলেটিনের তথ্য অনুযায়ী এই চিত্র পাওয়া গেছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় জানায়, চলতি বছর হজে সর্বমোট ৪১ জন হাজির মারা গেছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩০ জন এবং নারী ১১ জন। মক্কায় মারা গেছেন ১১ জন, মদিনায় ২৬ জন, জেদ্দায় ১২, মিনায় দুইজন আরাফায় একজন। সৌদি আরবের হাসপাতালে বর্তমানে ভর্তিকৃত সর্বমোট ১৬ জন হজযাত্রী রয়েছেন। এদের মধ্যে মক্কায় ১২ জন, মদিনায় তিনজন এবং জেদ্দায় একজন। সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দিয়েছেন সর্বমোট ৩১০ জন।

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত মোট হাজিদের মধ্যে দেশে ফিরেছেন ৫৬ হাজার ৭৪৮ জন। এদের মধ্যে সরকারি মাধ্যমে ৫ হাজার সাতজন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৫১ হাজার ৭৪১ জন। চলতি বছর সরকারী মাধ্যমে হজে গিয়েছিলেন ৫ হাজার ২০০ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৮১ হাজার ৯০০ জন কোঠা ছিল।

বহু মানুষের স্বপ্ন নষ্ট করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

—বিস্ফোরক অভিযোগ উমামা ফাতেমার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘ এক ফেসবুক পোস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে নিজের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের ঘোষণা দিলেন সংগঠনটির সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। বিদায়ের ঘোষণার চেয়ে এটি হয়ে উঠেছে এক বিস্ফোরক দলিল, যেখানে উঠে এসেছে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সংকট, আদর্শচ্যুতি, সুবিধাবাদ ও রাজনৈতিক কৌশলের জটিল সমন্বয়। আর এসব অভিযোগের সারমর্মে উমামার দাবি, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বহু মানুষের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে'।

কেন এমন মারাত্মক ও বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন জুলাই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদাতা সংগঠনটির সামনের সারির গুরুত্বপূর্ণ এই নেত্রী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে আসে কীভাবে একটি 'আদর্শবাদী প্ল্যাটফর্ম' প্রায় ১১ মাসের ব্যবধানে অবিশ্বাস, বিভক্তি ও আদর্শের বিপরীতমুখী আচরণের শিকার হয়ে পড়েছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা যে আন্দোলন নজিরবিহীনভাবে সরকারপতনের আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল, সেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট 'অভ্যুত্থান' হলো। সেই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈষম্য ও নিপীড়নহীন নতুন এক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। কর্তৃত্ববাদ, দখল, দুর্নীতি ও মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতি ছিল সেই অভ্যুত্থানের নেতাদের। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের জেদ এবং স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই প্ল্যাটফর্ম।

দেশের রাজনীতিতে ভিন্নধর্মী ধারার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই প্ল্যাটফর্ম আত্মপ্রকাশ করেছিল। দারিদ্র্য, বৈষম্য, শাসনব্যবস্থার অকার্যকারিতা ও রাজনৈতিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে 'জনতার পক্ষের রাজনীতি' করার অঙ্গীকার ছিল তাদের। তরুণদের প্রত্যাশা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহরে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সংগঠনটি স্বল্প সময়ের মধ্যে জনমনে জায়গা করে নেয়।

তখন অনেকে মনে করেছিলেন, এটি বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির এক বিকল্প ভবিষ্যৎ। তবে এই আশাবাদের বাতাস খুব দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। এক বছর পূর্তির আগেই সংগঠনটি এখন তীব্র বিতর্ক, নেতৃত্ব সংকট, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও আদর্শচ্যুতির অভিযোগে জর্জরিত। একসময়ের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা সংগঠন থেকে নিজের বিদায় ঘোষণা করে ফেসবুকে যেসব বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন, তা সংগঠনের আদর্শিক পাটাতনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

১. নেতৃত্বে অনিয়ম ও দলীয় হস্তক্ষেপ

উমামা ফাতেমার বক্তব্য অনুযায়ী, সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচন *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

গুম কমিশনের প্রতিবেদন

অভ্যুত্থানের পরও জিডি নিতে অনীহা পুলিশের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলে নেওয়া হত না। বরং জিডি করলে নিখোঁজ ব্যক্তি আর কোনোদিন ফিরে আসবে না বলে ভয় দেখানো হত। এ কারণে যত মানুষ গুমের শিকার হয়েছেন, সেই তুলনায় জিডির সংখ্যা খুবই কম। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশের জিডি না নেওয়ার সেই প্রবণতা গণঅভ্যুত্থানের পরও রয়ে গেছে। গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত গোপন বন্দিশালা পরিদর্শনের সময় তার সঙ্গে থাকা গুমের শিকার এক ব্যক্তির সঙ্গেই এমনটা ঘটেছে। পরিদর্শনের পর তাকে গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে ফোন করে নানারকম হুমকি দেওয়া হয়। তিনি এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে কমিশনের এক সদস্যের সরাসরি হস্তক্ষেপের পর জিডি নথিভুক্ত করে পুলিশ। এর থেকেই বোঝা যায়, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুরোনো চর্চা রয়ে গেছে।

জিডি-সংক্রান্ত বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২০১৪ সালের একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, যদি পরিবারটি র‍্যাবের সংশ্লিষ্টতার উল্লেখ না করে এবং 'অপহরণ' এর বদলে *৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*





বিশ্বের সেরা পাঁচ লিগের অন্যতম সৌদি লিগ: রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি প্রো লিগ এখনই বিশ্বের সেরা পাঁচটি লিগের অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের সঙ্গে নতুন করে আরও দুই বছরের চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই মন্তব্য করেন পর্তুগিজ তারকা।

গেল বৃহস্পতিবার রোনালদোর সঙ্গে আরও দুই বছরের জন্য চুক্তি নবায়নের ঘোষণা করে আল নাসর। যে চুক্তির আওতায় ৪২ বছর বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও ক্লাবে থাকবেন রোনালদো।

এক ভিডিও বার্তায় রোনালদো বলেন, 'আমরা এখনও উন্নতির পথে আছি। তবে আমি বিশ্বাস করি, এই মুহূর্তে সৌদি প্রো লিগ বিশ্বসেরা পাঁচটি লিগের মধ্যেই পড়ে। আমি বিশ্বাস করি আমরা আরও উন্নতি করবো এবং গত দুই বছরে প্রমাণ হয়েছে যে এই লিগ ক্রমাগত উন্নতি করছে।'

পর্তুগিজ তারকা আরও বলেন, 'আমি খুশি। কারণ আমি জানি এই লিগ অনেক প্রতিযোগিতামূলক। শুধুমাত্র যারা কখনও সৌদি আরবে খেলেনি, তারাই বলে থাকে এই লিগ সেরা পাঁচের মধ্যে নয়। তারা ফুটবল সম্পর্কে কিছুই বোঝে না। আমি আমার কথায় ১০০ ভাগ বিশ্বাস রাখি। আর যারা এই লিগে খেলে, তারা জানে আমি কী বলছি।'

রোনালদো ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সৌদি আরবকে স্বাগত জানান এবং এই কারণেও তিনি সৌদিতে থেকে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন।

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা বলেন, 'এই কারণেই আমি থাকতে চাই - কারণ আমি এই প্রকল্পে বিশ্বাস করি। শুধু আগামী দুই বছরের জন্য নয় বরং ২০৩৪ সাল পর্যন্ত (থাকতে চাই), যখন সৌদি আরবে বিশ্বকাপ হবে। আমি বিশ্বাস করি, সেটিই হবে ইতিহাসের সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বকাপ।'

বাহরাইনের জালে ৭ গোল দিয়ে শুভসূচনা বাংলাদেশের

বাংলাদেশ ৭ : ০ বাহরাইন



স্পোর্টস ডেস্ক, *ঢাকা* : বাহরাইনকে যেন ফুটবলই শেখালেন বাংলাদেশের মেয়েরা। এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত একের পর এক গোলই উদ্‌যাপন করেছে পিটার বাটলারের দল। ইয়াঙ্গুনের থুউন্না স্টেডিয়ামে আজ র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের চেয়ে ৩৬ ধাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইনকে শেষ পর্যন্ত ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল, যার সুবাদে এশিয়ান বাছাইয়ে প্রথম জয়ের স্বাদও পেলেন মেয়েরা।

এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে বাংলাদেশের অতীত রেকর্ড মোটেও সুখকর ছিল না। এর আগে এই প্রতিযোগিতায় ৫ ম্যাচ খেলেও জয় দেখেনি বাংলাদেশ। ২০১৪ সালে ভিয়েতনামে তো তিন ম্যাচে হজম করতে হয়েছিল ১৫ গোল। এরপর ২০২২ সালে ভারতের মাটিতে পরের বাছাইপর্বেও দুই ম্যাচে বাংলাদেশ খেয়েছিল ১০ গোল। এবার বাহরাইনকে পেয়ে একেক করে সাত গোল দিলেন তহুরা-শামসুন্নাহাররা।

বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন তহুরা খাতুন। আর একটি করে গোল আসে ঋতুপর্ণা চাকমা, কোহাতি কিসুক, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও মুনকি আক্তারের সৌজন্যে। আর অন্য গোলটি ছিল আত্মঘাতী।

আজ রোববার ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিট বাহরাইন খুব একটা বল পায়নি। এর মধ্যে নবম মিনিটেই গোল পেয়ে যায় বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে একা পেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত শটে বল বাহরাইনের জালে জড়ান শামসুন্নাহার জুনিয়র। এক গোল খেয়ে বাহরাইনও ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু গোল শোধ দূরে থাক, উল্টো বিরতির আগে আরও চার গোল হজম করে তারা।

১৫ মিনিটে স্বপ্না রানীর চমৎকার পাসে ডি-বক্সের ভেতরে থেকেই প্রতিপক্ষের জাল কাঁপান ঋতুপর্ণা। এর দুই মিনিট পর ঋতুপর্ণার ক্রসে পা ঠেকাতে পারলেই স্কোর ৩-০ হয়ে যেত। অবশ্য তৃতীয় গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি বাংলাদেশকে। ৪০ মিনিটে সরাসরি কর্নার না নিয়ে বক্সের বাইরে থাকা মারিয়াকে বল দেন মনিকা। সেখান থেকে একটু ড্রিবল করে বল প্রতিপক্ষের গোলমুখে পাঠান মারিয়া। আর গোলমুখে বল পেয়ে জটলার মধ্যে থেকে বল জালে পাঠান কোহাতি।

তার আগে ২৪ মিনিটে মনিকা একাই গোল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে সুযোগটা কেবল নষ্টই হয়েছে। অথচ পাশে থাকা তহুরাকে পাস দিলেই ইতিবাচক কিছু হলেও হতে পারত। ৩১ মিনিটে তহুরা হেডে বাহরাইনের জালে বল জড়ালেও বাংলাদেশ অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার অফসাইডের ফাঁদে পড়ায় গোলটি বাতিল হয়ে যায়। ৩৭ মিনিটে ঋতুপর্ণার শট কোনোমতে বাইরে ঠেলে বাহরাইনকে আরেক গোল খাওয়া থেকে বাঁচান গোলকিপার খুলুদ সালেহ। এরপর কর্নার পায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে নেওয়া মারিয়ার শট জালের ওপর দিয়ে চলে যায়।

যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে চতুর্থ গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। ডান পায়ের শটে বাংলাদেশের গোলের হালি পূর্ণ করেন তহুরা। এরপর বিরতির আগমুহূর্তে শামসুন্নাহারের বাড়ানো বল থেকে আরও একবার বাহরাইনের জাল কাঁপান বাংলাদেশের নম্বর টেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৭ মিনিটে বাংলাদেশের আরেকটি ক্ষুরধার আক্রমণ অফসাইডে কাটা পড়ে। ম্যাচের সময় যত গড়ায়, তত বাংলাদেশও আক্রমণের গতি বাড়াতে থাকে।

৬০ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে লম্বা পাসে বল গোলমুখে পাঠান শামসুন্নাহার সিনিয়র। বাতাসে ভাসতে থাকা বলে পা ছোঁয়ানোর পথেই প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ড রাওয়ান আলালি রক্ষা করতে যান, কিন্তু বল উল্টো বাহরাইনের জালে জায়গা করে নেয়। আর বাংলাদেশ উদ্‌যাপন করে তাদের ষষ্ঠ গোল।

৬৬ মিনিটে বাংলাদেশের রক্ষণ অরক্ষিত পেয়েও গোল শোধ করতে পারেনি বাহরাইন। দারুণ প্রচেষ্টায় প্রতিপক্ষের আলিসার শট রুখে দেন গোলকিপার রুপনা চাকমা। উল্টো ৭৪ মিনিটে বাহরাইনের রক্ষণ চূর্ণ করে একাই বল জালে পাঠান মুনকি। ৮৫ মিনিটে অফসাইডের কারণে মোসাম্মাৎ সাগরিকার একটি গোল বাতিল হয়ে যায়।

বাছাইপর্বে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ম্যাচ ২ জুলাই স্বাগতিক মিয়ানমারের সঙ্গে। যারা বর্তমানে মেয়েদের র‍্যাঙ্কিংয়ের ৫৫ নম্বরে আছে। আর ৫ জুলাই গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তুর্কমেনিস্তান র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে বেশ পিছিয়ে, ১৪১ নম্বরে। তারা আজ মিয়ানমারের কাছে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে।

ব্রাজিলের ৪টি ক্লাবই নকআউটে, আর্জেন্টিনার সব ক্লাবই গ্রুপপর্বে বিদায়

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ-২০২৫ এ দক্ষিণ আমেরিকার দুই ফুটবল পরাশক্তি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্স যেন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। যেখানে ব্রাজিলের চারটি ক্লাব- ফ্ল্যামেঙ্গো, পালমেইরাস, বোতাফোগো ও ফ্লুমিনেন্স; দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে। সেখানে আর্জেন্টিনার দুই ঐতিহ্যবাহী ক্লাব বোকা জুনিয়র্স ও রিভার প্লেট গ্রুপপর্বেই বিদায় নিয়েছে। শেষ ষোলোতে পালমেইরাস ও বোতাফোগো মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে অন্তত একটি ব্রাজিলিয়ান ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত। অন্যদিকে ফ্লুমিনেন্স লড়বে ইন্টার মিলানের সঙ্গে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবগুলো সম্মিলিতভাবে ১৪ গোল করেছে, খেয়েছে মাত্র ৪টি এবং কেউই হারেনি গ্রুপপর্বে। আর্জেন্টিনার ক্লাবগুলো মাত্র ২ গোল করেছে, খেয়েছে ৭টি এবং কেউ-ই জয় পায়নি। এই পারফরম্যান্স প্রমাণ করে, দক্ষিণ আমেরিকার ক্লাব ফুটবলে ব্রাজিলের আধিপত্য এখনো অটুট এবং তারা ইউরোপীয় জায়ান্টদের জন্যও বড় হুমকি হয়ে উঠছে।

প্রবাসী তরুণদের মধ্যে কতজনকে পেল বাফুফে!

১৪ দেশ থেকে যে ৫২ ফুটবলার ট্রায়াল দিচ্ছেন ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে তাদের বেশিরভাগই তরুণ। বাংলাদেশের লাল-সবুজ জার্সিতে খেলার বুকভরা স্বপ্ন নিয়েই গাঁটের পয়সা খরচ করে তারা বাংলাদেশে এসেছেন। যাদের বেশিরভাগই হামজা দেওয়ান চৌধুরী যে দেশে লিগ খেলেন সেই ইংল্যান্ডের। তিন দিনের ট্রায়াল। প্রথম দিনে সকাল-বিকাল দুই বেলা তাদের পরখ করেছে বাফুফেসহ দেশের শীর্ষ ক্লাবগুলোর কয়েকজন কোচ ট্রায়াল নিয়েছেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন বাফুফের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর সাইফুল বারী টিটু। জাতীয় দলের প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরাও পর্যবেক্ষণ করেছেন ট্রায়ালের প্রথম দিন। দেশের জার্সিতে খেললে কতটা সম্মান পাওয়া যায় সেই উদাহরণ হামজার আগমন। সেই টান থেকেই অর্ধ শতাধিক প্রবাসী ফুটবলারের ঢাকায় আসা। কারণ, বিগত কয়েক মাস ধরে অনেক প্রবাসী ফুটবলারের ছবি ও প্রশংসা ভেসে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তুমুল প্রতিভাবান এই ফুটবলারদের বাফুফে খোঁজ নেয় না, তাদের দলে নেওয়ার উদ্যোগ নেয় না।

রাজনৈতিক উত্তেজনার ছায়া কাটিয়ে এশিয়া কাপ ঘিরে ফের আশার আলো

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সহিংসতার পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন যতই গভীর হোক না কেন, ক্রিকেট যেন সবসময়ই এক আশার জানালা খুলে রাখে। চলমান উত্তেজনার মধ্যেও ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে আবারও উঁকি দিচ্ছে ইতিবাচক সঙ্কেত। কাশ্মীরের সাম্প্রতিক সহিংসতার পর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন যতই গভীর হোক না কেন, ক্রিকেট যেন সবসময়ই এক আশার জানালা খুলে রাখে। চলমান উত্তেজনার মধ্যেও ২০২৫ সালের এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে আবারও উঁকি দিচ্ছে ইতিবাচক সঙ্কেত।

– স্পোর্টস ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের 'তামাশা' দেখে ক্ষুব্ধ চেলসি কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক : ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন করতে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাজে আবহাওয়ার কারণে বারবার ম্যাচ স্থগিত করতে হচ্ছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় খেপেছেন চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা। তাঁর মতে এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যথার্থ জায়গা নয়।



ম্যাচ বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় খেপেছেন চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা। ছবি: এএফপি

শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে গত রাতে ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর বেনফিকা-চেলসি ম্যাচ বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে ঝড় ও বজ্রপাতের শঙ্কায় খেলা বন্ধ করেন রেফারি স্লাভকো ভিনিচ। গ্যালারিতে থাকা ২৫,৯২৯ দর্শকের অনেকেই মাঠ ছেড়ে চলে যান। স্টেডিয়াম এলাকায় বজ্রপাত না হলেও আশপাশের আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল বলে রেফারি দেরিতে খেলা শুরু করেন। দুই দলের খেলোয়াড়েরা যখন মাঠে ফেরেন, ততক্ষণে প্রায় ২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। শেষমেশ খেলা শেষ করতে লেগেছে ৫ ঘণ্টা।

বৈরি আবহাওয়ায় বেনফিকার বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হতে দেরি হওয়ায় খেপেছেন চেলসি কোচ মারেস্কা। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের কোচ বলেন, '৮৫ মিনিট পর্যন্ত আমাদের হাতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল। বিরতির পর ম্যাচ হঠাৎ করে বদলে যায়। আমার কাছে এটা ফুটবল নয়। এরই মধ্যে ৭,৮, ৯ ম্যাচ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমার কাছে সত্যি বলতে এটা তামাশা। এটা ফুটবল না। এটা আমাদের জন্য না।'

এখন পর্যন্ত ক্লাব বিশ্বকাপের ছয় ম্যাচ ঝড়ের কারণে বাধার মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে হয়েছে এই ম্যাচগুলো। এছাড়া উত্তর ও মধ্য যুক্তরাষ্ট্রে খেলার সময় দলগুলোর গরম আবহাওয়ার কথা ভাবতে হচ্ছে। আবহাওয়া যখন বারবার ম্যাচে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে সেখানে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা ঠিক বলে মনে করেন না মারেস্কা। চেলসি কোচ বলেন, 'ব্যাপারটা বুঝতে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ম্যাচ স্থগিত হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু যদি আপনি সাত-আটটা ম্যাচ স্থগিত করে দেন, তাহলে বুঝতে হবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য এটা (যুক্তরাষ্ট্র) যথার্থ জায়গা নয়।'

ক্লাব বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে বারবার ম্যাচ স্থগিত হওয়াটা ভালো মনে করছেন না মারেস্কা। চেলসি কোচ বলেন, 'ম্যাচ স্থগিত করা স্বাভাবিক কিছু নয়। একটা বিশ্বকাপে কতবার ম্যাচ স্থগিতের ঘটনা হয়েছে? সম্ভবত একবারও হয়নি। ইউরোপে একবারও হয়নি। আমরা এখানে দুই সপ্তাহের মধ্যে ছয়-সাতবার দেখেছি। এখানে কিছু সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি।'

বেনফিকা-চেলসি ম্যাচ প্রথমার্ধে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। ৬৪ মিনিটে ম্যাচে প্রথম গোল করেন চেলসি ডিফেন্ডার রিস জেমস। ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজা যখন সময়ের অপেক্ষা, তখনই জমে ওঠে খেলা। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সমতাসূচক গোল করেন বেনফিকা ফরোয়ার্ড আনহেল দি মারিয়া। অতিরিক্ত সময়ে গড়ানোর পর প্রথম ১৫ মিনিটে চেলসি-বেনফিকার কেউ গোল করতে পারেননি। তবে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ১০৮ মিনিটে ক্রিস্টোফার এনকুকু, ১১৪ মিনিটে পেদ্রো নেতো ও ১১৭ মিনিটে কিয়ারনান ডেওসবারি-হল-চেলসির এই তিন ফুটবলার গোল করেছেন। ম্যাচে শেষ পর্যন্ত বেনফিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দেয় চেলসি।

লিংকন ফিনান্সিয়াল ফিল্ড স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর অপর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে পালমেইরাস-বোতাফোগো। ১০০ মিনিটে পলিনহোর গোলে ১-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পালমেইরাস। কোয়ার্টার ফাইনালে এখন চেলসির প্রতিপক্ষ পালমেইরাস। লিংকন ফিনান্সিয়াল ফিল্ড স্টেডিয়ামে ৫ জুলাই বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শেষ আটে মুখোমুখি হবে চেলসি-পালমেইরাস।

বহু মানুষের স্বপ্ন নষ্ট করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

৬-এর পৃষ্ঠায় পর

ছিল একপক্ষীয় ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। ২০২৫ সালের জুনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে অংশ নেওয়া অধিকাংশ ভোটার নাকি একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। অনেক যোগ্য কর্মী প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাননি। এমনকি যাঁরা ভোটে অংশ নেননি, তাঁরাও পরে কাউন্সিলের সদস্য হয়ে যান। এ ঘটনাকে উমামা আখ্যা দেন 'ভাই-ব্রাদার কোরামের খেলা'।

২. মুখপাত্র হলেও মিডিয়া বা পেজ নিয়ন্ত্রণ ছিল না

একজন মুখপাত্র হিসেবে সংগঠনের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ব্যবহারের অধিকার থাকা উচিত। অথচ উমামা অভিযোগ করেছেন, তাঁকে এক্সে দেওয়া হয়নি; বরং সেই পেজ থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে পোস্ট করা হয়। অর্থাৎ, একদিকে তাঁকে সংগঠনের মুখ বলা হলেও অন্যদিকে তাঁকেই জনসমক্ষে বিব্রত করা হয়েছেড়্যা নেতৃত্বের দ্বিচারিতা ও প্রতিহিংসার ইঙ্গিত দেয়।

৩. অভ্যন্তরীণ ভাঙন ও কলঙ্কলেপন

উমামা দাবি করেন, একসময়ের সহযোদ্ধারাই জুনিয়রদের ব্যবহার করে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালান। তিনি লেখেন, 'যে মানুষগুলোর সঙ্গে আমি মিছিল করেছি, তারাই পরিকল্পিতভাবে আমার বিরুদ্ধে ঝসবধৎ পধসঢ়ধরমহ চালিয়েছে।' এ থেকে বোঝা যায়, প্ল্যাটফর্মে সহমতের রাজনীতি নয়, বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলয়ের আধিপত্য ছিল।

৪. আদর্শচ্যুতি ও সুবিধাবাদ

উমামা ফাতেমার ভাষায়, 'এই প্ল্যাটফর্ম এখন টিস্যু পেপারের মতো মানুষকে ব্যবহার করে।' তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষমতার নিকটবর্তী হতেই অনেক নেতা রাজনৈতিক সুবিধা নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। একসময় যারা 'জুলাই অভ্যুত্থান', 'সংস্কার', 'শহীদ' কিংবা 'আহতদের' নিয়ে কথা বলতেন, তাঁরাই পরে দলীয় হাই কমান্ডের প্রতি আনুগত্য দেখাতে থাকেন।

৫. দলীয় লেজুড়বৃত্তি না মানায় চাপ

উমামা লেখেন, 'আমি যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতাম, অনেকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ত। তাই অনলাইন, অফলাইনে ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করা হয়।' তার মানে, প্ল্যাটফর্মটিকে আদর্শিক নয়, বরং রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখতে চেয়েছে একাধিক শক্তি।

৬. 'বদ্ধ জলাশয়' ও 'পোকার মতো' তুলনার তাৎপর্য

মার্চ-এপ্রিল মাসে প্ল্যাটফর্মের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে উমামা বলেছেন, এটি 'বদ্ধ জলাশয়' যেখানে পচন ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি এমন একটি পরিবেশ, যেখানে 'পোকার মতো সুবিধাবাদীরা' সবকিছু খেয়ে ফেলছে।

এটি শুধুই রাজনৈতিক বাগ্মিতা; বরং হতাশাজনক বাস্তবতার খোলামেলা স্বীকারোক্তি। তাঁর মতে, গুডউইল বা সদিচ্ছা থাকা মানুষগুলো সৎভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি, তাঁরা সুবিধাবাদীদের কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

৭. ভাঙনের ইঙ্গিত: আত্মবিশ্বাসহীন ভবিষ্যৎ

উমামা ফাতেমা কেবল সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেননি, তিনি সেই কাউন্সিলের ভোটও প্রত্যাহার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ওপর তাঁর কোনো আস্থা নেই।

তিনি বলেছেন, 'যারা অভ্যুত্থানকে বাজারদরে কেনাবেচা করেছে, আমি তাদের কখনো ক্ষমা করব না।' তাঁর কণ্ঠে ব্যক্তিগত ক্ষোভ থাকলেও তা বৃহত্তর প্রজন্মের হতাশার প্রতিধ্বনি হয়ে উঠেছে।

ভেঙে পড়া স্বপ্নের দায় কার

উমামা ফাতেমার মতো নেত্রী যখন বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'বহু মানুষের স্বপ্ন নষ্ট করেছে', তখন সেটিকে কেবল ক্ষোভ নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যর্থতার দলিল হিসেবেই দেখতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কি আদর্শিকভাবে ভেঙে পড়ল? নাকি এটি এখনো আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের গন্তব্য পুনরুদ্ধার করতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সময় দেবে। তবে উমামার বক্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিটি আদর্শিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় ক্ষমতা পাওয়া পর। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই পরীক্ষায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন উত্তীর্ণ হওয়ার মতো কোনো নিদর্শন এখনো দেখাতে পারেনি। বরং, তাদের এক বছরের কর্মকাণ্ডে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী হয়ে আছে।

অভ্যুত্থানের পরও জিডি নিতে অনীহা পুলিশের

৬-এর পৃষ্ঠায় পর

'নিখোঁজ' শব্দটি ব্যবহার করে, তাহলে তারা অভিযোগ গ্রহণ করবে। কমিশনে জমা দেওয়া প্রায় ১ হাজার ৮০০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে জিডি না নেওয়ার এমন ধরন ঘুরেফিরে এসেছে। এর মধ্যে মাত্র ২৫০টি অভিযোগের সমসাময়িক নথিপত্র পাওয়া গেছে। অর্থাৎ সেসব ঘটনায় জিডি, আদালতের রেকর্ড বা গণমাধ্যমের প্রতিবেদন রয়েছে। তবে বেশিরভাগ পরিবারকেই এক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত বা হুমকির মুখোমুখি হতে হয়েছে। একটি পরিবার জানিয়েছে, থানায় কর্তব্যরত কর্মকর্তার (ডিউটি অফিসার) কাছে ঘটনা জানালে তিনি জিডি নিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। পরে ওসির কাছে গেলে তিনি বলেন, 'প্রশাসনের নামে জিডি করা যাবে না।'

ওই ঘটনার ভুক্তভোগী কমিশনকে বলেন, 'তিনচারদিন গিয়েছিল আমার ওয়াইফ (স্ত্রী)। বলছে যে, খোঁজেন গা, থানায় যান, ডিবির কাছে যান। আমরা তো এখন জিডি নিতে পারব না। ... ডিবির আইও (তদন্ত কর্মকর্তা) বলে যে, তোমার বউ প্রতিদিন আইসা চারপাঁচ ঘণ্টা কইরা কান্নাকাটি করতো। মনে হচ্ছে ওয়াল ভাইঙা যাবে। থানায় বলেছিল- ওরা, যদি র‍্যাব পুলিশ ডিবিরা নিয়ে থাকে, অনেক সময় গুম করার ইচ্ছা না থাকলেও জিডি টিডি করলে গুম কইরা ফালায়। আপনারা আপসে খুঁইজা খুঁইজা দেখেন।'



গত ৪ জুন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে 'আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ: অ্যা স্ট্রাকচারাল ডায়াগনোসিস অব এনফোর্সড ডিজঅ্যাপিয়ারেন্স ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদন জমা দেয় গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন। প্রতিবেদনে গুমের তথ্য পেতে নানা প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করা হয়। পুরোনো ঘটনা হওয়ায় সিডিআর (কল ডিটেইলস রেকর্ড) ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত তথ্য পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ৫ আগস্ট অনেক থানার নথিপত্র পুড়ে যাওয়ায় বিষয়টি আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

ওজনপার্ক ও ফ্রকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইসেন্স পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
(Operate by JH office)

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Crow St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্টাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মহররম মাস প্রেরণার বাতিঘর



জাফর আহমাদ

আরবী বর্ষ পরিক্রমার প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম। এটি 'আশহারুল হুরুম' হারামকৃত মাস চারটির একটি। মহররম মানে সম্মানিত। নামের মাধ্যমেই সম্মানিত ও মর্যাদা পরিস্ফুট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন হতে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন হতেই তাঁর নিকট মাসগুলির সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারটি। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। ইহা নির্ভূল ব্যবস্থা। সুতরাং তোমরা এ মাস সমুহে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। *(সুরা তওবা: ৩৬)* হযরত আবু বাকারাহ রা: নবী স: থেকে বর্ণনা করেন, "বছর হলো, বারটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি হলো অতি সম্মানিত। তিনটি হলো পরপর লাগোয়া জিলক্বদ, জিলহজ্জ ও মহররম আর জমাদুস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব। *(বুখারী:৩১৯৭)*

ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত ঘটনাসমুহ এ মাসেই সংঘটিত হয়েছে। এ মাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১০ই মহররম, যা আশুরা নামে অধিক পরিচিত। ইতিহাসের নানা ঘটনায় ভরপুর এ দিনটি। এদিন আল্লাহ তা'আলা মুসা আ: ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী স: মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবীজি বললেন, এটি কি? তারা বললো, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা আ: রোজা পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ স: বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অত:পর তিনি রোজা রেখেছেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। *(বুখারী: ই.ফা নং ১৮৭৮, আন্ত: নাম্বার: ২০০৪, কিতাবুস সাওম, বাবু সিয়ামে ফি ইয়াউমুল আশুরা, মুসলিম:২৫২৭)*

আশুরার দিন রোযা রাখার ব্যাপারে রাসুল স: অনেকগুলো হাদীস সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনা ছিল এ রকম যে, আবু হুরাইরা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ স: বলেছেন, রমযানের সওমের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মহররমের সওম এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।

(মুসলিম: ২৬৪৫, আন্ত. নাম্বার ১১৬৩, ইফা:২৬২২, ই.সে:২৬২১ কিতাবুস সিয়াম, বাব ফাদলি সাওমে মুহররম)

এ দিনটিকে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানরাও বড় সম্মান করে। তাদের থেকে বৈচিত্র আনার জন্য আল্লাহর রাসুল স: নবম দিনেও রোযা রাখতে বলেছেন। এদিনে কি হয়েছে এ দিনে কি হবে তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং এ মাসে এ দিনে প্রেরণার একটি বাতিঘর রয়েছে, যেটিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী ভেঙ্গে তথায় একটি রঙিন বাতিঘর স্থাপন করেছে। যাতে মুসলমানগণ কোন দিন সে প্রেরণায় উজ্জিবীত হতে না পারে। মুসলমান ষড়যন্ত্রমূলক রঙিন সেই বাতিঘরের ধাঁ ধাঁয় পড়ে ইমামের প্রতি সস্তা ভালবাসা প্রকাশে মাতম করে করে শুধু বুকই পাঠিয়েছে। কিন্তু সঠিক প্রেরণার ইতিহাস তারা জানতে পারেনি এবং নিজেদেরকে সেভাবে উজ্জিবীত করতে পারেনি।

আশুরায় দিনে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ট্রাজেটি হলো কারবালার মরু প্রান্তরে ইমাম হোসাইন রা: ও তার পরিবারের হত্যাকান্ড। এটি নিছক একটি হত্যাকান্ডই ছিল না, বরং এ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। এ হত্যাকান্ড যতটুকু বেদনাদায়ক তার চেয়েও বেদনাদায়ক হলো ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা রাসুল স: কর্তৃক প্রদর্শিত যেই রাস্তা বেয়ে পথ চলছিল, সেটি ইমামের হত্যার মাধ্যমে বাঁকা পথে মোড় নেয়। ইমাম পূর্ব থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঁকা পথে আরোহনকারী ইসলাম নামক ট্রেনটির ড্রাইভার ট্রেনটিকে বাঁকা পথে নিয়ে যাচ্ছে। খুব সহসাই এর যাত্রীদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত করবে। তাই ট্রেনটিকে সঠিক পথে তথা রাসুল স: প্রদর্শিত পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এগুতে পারেননি। তিনি শেষপর্যন্ত সপরিবারে শহীদ হন। ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্ধকার পথে নিয়ে যাওয়ার আর কোন বাঁধা-বিপত্তি রইল না।

পৃথিবী তার বিশাল বুকে যতগুলো দুঃখ আর বেদনাকে ধারণ করে এখনো ঠিকে আছে এবং যতগুলো মর্মান্তিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিহাসকে বার বার কাঁদায়, তন্মোধ্য শাহাদাতে কারবালা সর্বোচ্চ আসনকে সিক্ত করেছে। প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারী হযরত ইমাম হোসাইনের রাঃ শাহাদাতের ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সঃ প্রতি ঈমানের স্বাভাবিক প্রতিফলন এবং মানবতার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু সেই সাথে হৃদয় আরো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে যখন এমনটি হতে দেখা যায় যে, বিশ্ব মুসলিম ইমাম হোসাইন রাঃ এর শাহাদাতের মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ভূলে গিয়ে বেহুদা সব কাজে লিপ্ত হয়। রাসুল সঃ তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ইসলামের যে গাছটি পরিপূর্ণ মহিরূপে রেখে গেছেন তার প্রথম থেকে শেষ অবদি চাক্ষুস স্বাক্ষী ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হযরত হোসাইন রাঃ। সেই আদর্শিক গাছটির ডাল-পালা ইতিমধ্যে কেটে দেয়া হলো। কিন্তু যখন তার মূল কর্তন ও নতুন একটি বিষবৃক্ষ রোপণ করতে এগোয়, তখন তিনি এর গতি প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আর এ জন্যই ইতিহাসের এ মর্মান্তিক অধ্যায়ের সৃষ্টিহয়েছে।

আমরা যদি ইমাম হেসাইন রা: এর মূল চেতনাকে উপলব্ধি না করি, তবে তাঁর প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে সুস্পষ্ট জুলুম করা হবে। কিয়ামাতের দিন ইমাম যদি তাঁর রক্তমাখা জামা আর ছোট্র শিশু বাচ্চাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয় এবং আমাদের কাছে প্রশ্ন করে বসেন যে, আমি কি আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য শহীদ হয়েছিলাম? তখন আমাদের কি কোন জবাব থাকবে ? সুতরাং আমাদেরকে সঠিক ইতিহাস এবং মহররমের সঠিক শিক্ষা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। ইমাম যেই চেতনার কারণে তৎকালীন স্বৈরশাসক ও জালিমশাহীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তা নিম্নরূপ:

নেতৃত্বের পালাবদলে ভূল ঃ

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুল কথা হলো যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন পর্যায়ে পদ দাবী করার বা চেয়ে নেয়া যাবে না, আবার দায়িত্ব এলে তা শরয়ী ওজর ব্যতিত অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সঃ আমাকে বলেছেন ঃ "তুমি নের্তৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নের্তৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আলাহর কোন সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোন রকম প্রার্থনা করা ব্যতিত তুমি নের্তৃত্ব লাভ করো, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে।"(বুখারী-মুসলিম) দ্বিতীয়তঃ এটি কেবলমাত্র পুরুষানুক্রমিক বা বংশ পরম্পরায় গদিনশিন হওয়া বা মনোনীত করারও কোন বিষয় নয়। রাসুল সঃ বলেছেনঃ "মুসলিম জনগনের সাথে পরামর্শ না করে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়আত করলে, সে বায়আত গ্রহণযোগ্য হবে না।"(মুসনাদে আহমাদ) এ ধরনের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বের জন্য ইসলাম যে সমস্ড় বিষয়কে সামনে রাখার বা বিবেচনা করার ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে তা হলো:- নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পনের প্রাক্কালে ব্যক্তির আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসুল সঃ এর প্রতি আনুগত্য, দ্বীনি ইলম, প্রজ্ঞা, আমানতদারী, নের্তৃত্বের গুণাবলী, দূরদৃষ্টি, সুন্দর ব্যবহার ও মেজাজের ভারসাম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।"(সুরা আল হুজরাত-১৩) আল্লাহর কাছে যেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তিনিই নেতৃত্ব পাওয়ার অধিক হকদার বলে মনে করি। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের তাক্ওয়া সম্পন্ন সমাজের উন্নতির দুয়ার খুলে দেয়ার ওয়াদাও করেছেন। ইসলাম নেতৃত্ব পরিবর্তন বা নেতৃত্ব বাচাই করার যে নিয়ম বা পন্থা বলে দিয়েছে, এটিই অত্যন্ত সুষমপন্থা। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এ পন্থা বাদ দিলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বাসা বাধেঁ। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল স্তরে অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ, পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসীত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। নেতৃত্বের পালাবদলের যে নিয়ম ইসলাম অনুমোদন দেয়নি, তৎকালীন নেতৃত্ব সেই নিয়মের দিকে অগ্রসরমান দেখে হযরত হোসাইন রাঃ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যেহেতু ঈমাম ছিলেন একজন বিচক্ষণ, শরীয়তের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। হযরত রাসুলে আকরাম সঃ, হযরত আলী রাঃ ও হযরত ফাতিমা রাঃ যাকে কোল-পিঠে করে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। যার শৈশব থেকে বার্ধক্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উন্নত পরিবেশে। যিনি রাসুল সঃ ও আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর থেকে হযরত আলী রাঃ পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক বিশেষত্ব নিজ চক্ষে অবলোকন করেছেন। যিনি ভালো করে জেনেছেন এবং দেখেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের পালাবদলের নিয়মতান্ত্রিক রূপরেখা। তিনি তৎকালিন শাসকবর্গের ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি সহসাই বুঝতে পারেন এবং নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে এর করুন পরিণতির চিন্তা করেন। তাই তিনি দ্রুতগতিসম্পন্ন দিকবিভ্রান্ত গাড়ী থামিয়ে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্য নিজের জান কোরবান করে দেন।

২. জুলুম ও স্বৈরশাসকের প্রতিরোধ ঃ

অবৈধভাবে নেতৃত্বের পালাবদলের কারণে তৎকালীন নেতৃত্ব জুলুমতন্ত্র কায়েম করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ, পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসীত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ চরমভাবে অসহায়, মানবিক অধিকার বঞ্চিত দাসানুদাসে পরিণত হতে থাকে। রাজতান্ত্রিক শাসনের ফলে জনগণের ওপর মর্মস্পশী স্বৈরচারী শাসন পরিচালনা হতে থাকে এবং আলাহর বিধি-বিধানকে বিভিন্নভাবে অবহেলিত হতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় মদ ও বারের আসন জমজমাট হতে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানে আলাহর নাম উচ্চরিত হয়, সেগুলো গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি একটি স্বৈরাতন্ত্রে পরিণত হয়ে চরম অহংকারী ও সীমালংঘনকারীতে নিমজ্জিত হয়। যা চিন্তা করা হতো, তার যুক্তিকতা সকলকেই মেনে নিতে থাকে। যখন বলে দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে জনগণের কিছু বলবার সুযোগ থাকে না। তার কথাই হবে আইন, জনগণ তা অকুণ্ঠিত মনে ও নির্বাক চিত্তে মেনে নিতে হবে। তার শাসনের যাঁতাকলে জনগণ নির্বোধ বনে যাচ্ছে। কেউ তার স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা-বিবেচনা শক্তিও প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে হযরত হোসাইন রাঃ শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্বৈরশাসকের গতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন।

৩. বর্তমানের স্বৈরতন্ত্র ঃ

আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারঃ একটি হলো আন্তর্জাতিক স্বৈরাচার। সে দুর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত তথা 'গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার' 'সন্ত্রাস দমন' ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দেশে যেখানে যেটি প্রযোজ্য সেটি ব্যবহার করে মূলতঃ তারাই সন্ত্রাস করে যাচ্ছে এবং জোর পূর্বক নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোশেশ করছে। অন্যদিকে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গায়ের জোরে পৃথিবীর মানবতার সাথে পাশবিক আচরণ করছে। এরা দেশের সীমানা প্রাচীর অতিক্রম করে মরণাস্ত্র নিয়ে অন্যের প্রাচীরের ভেতর প্রবেশ করার জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। অন্যের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বকে যে কোন সময় তছনছ করে প্রবেশ করার অধিকার তার রয়েছে। কারো নিন্দা জ্ঞাপণ বা আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনকে সে পরোয়া করে না। এরা পৃথিবীর দেশে দেশে বহু দালাল ও লোভী শ্রেনীর স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছে। তাদের সহযোগীতা নিয়ে বর্তমানে দেশে দেশে নিরীহ মানবতার রক্তের হোলী খেলায় মেতে উঠেছে।

দেশীয় স্বৈরাচার ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঁকা পথে ক্ষমতারোহী কিছু শাসক রয়েছে যারা স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সাধারণত আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারের দোসর অথবা দালাল অথবা উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে থাকে। কোন কোন দেশের শাসক পার্শ্ববর্তি দেশের সমর্থন ও সহগোগীতা নিয়ে জনগণের ওপর শাসণ চালায়। দেশের সম্মানিত লোকদের অপমানিত করে। পরবর্তি ক্ষমতারোহনের পথে যারা হুমকী, তাদের জেল-জরিমানা, জুলুম-নির্যাতন এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য বা স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্য এরাই আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারকে নিজ দেশে ডেকে আনে এবং জনগণের ওপর অত্যাচার চালায়।

এ উভয় শ্রেনী একটি বৈশিষ্ট্যে গভীর মিল রয়েছে, তাহলো ইসলামের সাথে বৈরীতা পোষণ করা। ইসলামকে খুবই ভয় পায়। কারণ অন্যান্য শ্রেনী-গোষ্ঠীর লোক হয়ত এক সময় স্বৈরতন্ত্রের সাথে মিশে যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী কখনো স্বৈরতন্ত্রের সাথে হাত মিলাতে পারে না। বরং ইসলাম স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে সেখানে ন্যায়-ইনসাফ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ জন্য স্বৈরাচারদের পথে প্রধম ও প্রধান বাধা হলো ইসলাম। তাই তারা প্রথমে ইসলামকে উৎখাত করার চেষ্টা চালায়। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে এদের ওপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালায়।

৪. আমাদের করণীয়:

ইমাম হোসাইন রা: শাহাদাত আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। আমাদেরকে ঈমামের শাহাদাতের মুল উদ্দেশ্য ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি সংরক্ষণের জন্য ইমামের শাহাদাত ছিল এক ঐতিহাসিক নযরানা। আমাদেরকে প্রথমতঃ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ইমামের প্রতি ভালবাসার যর্থার্থতা প্রকাশ পাবে। মনে রাখতে হবে এ পথে বাঁধ সাজবে পৃথিবীর তাবত তাগুতী শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। ইমাম হোসাইন রা:-এর মতো দৃঢ় ঈমান নিয়ে আমাদেরকে এ সকল শক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে।



ট্রাম্পের ‘দুঃস্বপ্ন’ জোহরান কি রিপাবলিকানদের জন্য আশীর্বাদও হয়ে উঠতে পারেন

শেষ পৃষ্ঠায় পর থেকে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড টার্মিনাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ মাইল বা ২১ কিলোমিটার হাঁটলেন। ওই দিন হাঁটার পর তিনি বললেন, ‘নিউইয়র্কবাসীর এমন একজন মেয়র দরকার, যাঁকে তাঁরা দেখতে পারবেন, তাঁর কথা শুনতে পারবেন, এমনকি তাঁর সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে পারবেন।’

জোহরানের এই কর্মসূচি বিখ্যাত সাবেক মেয়র এড কোচকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তিনি প্রায়ই মানুষকে জিজ্ঞেস করতেন, ‘আমি কেমন কাজ করছি?’ তাঁর প্রশ্ন শুনে এলাকা আর বছর ভেদে কেউ তাঁর প্রশংসা করতেন, কেউ গালাগাল করতেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ২৪ জুন দলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ে জিতে, দলের প্রতিষ্ঠিত প্রার্থীদের হারিয়ে জোহরানকে এখনই নিউইয়র্কের মেয়রের মতো লাগছে।

মাত্র কয়েক মাস আগেও জোহরানের এলাকার বাইরে খুব কম লোকই তাঁকে চিনতেন। গত অক্টোবরে যখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন, তখন তাঁর প্রতি ভোটারদের সমর্থন ছিল ১ শতাংশেরও কম। অথচ তিনি হারিয়েছেন নিউইয়র্কের দুইবারের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে। মার্কিন রাজনীতিতে একসময় তাঁর বড় নাম ছিল। যিনি যৌন হয়রানির অভিযোগ ও কোভিডকালে নার্সিং হোমে মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করার কেলেঙ্কারির মুখে পদত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য এসব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন।

জোহরান একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট ও নিউইয়র্ক নগরের কুইন্স বরোর একটি অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সদস্য। দলের সোশ্যালিস্টরা বামঘেঁষা হিসেবে পরিচিত।

জোহরানের এই জয় শুধু কুমোর বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি মূলধারার ডেমোক্রেটিক রাজনীতির প্রতিও একধরনের বিদ্রোহ। প্রাথমিক ভোটাররা সাধারণত দলের গড় ভোটারের চেয়ে বেশি বামপন্থী হয়ে থাকেন। কুমোর পক্ষে বিল ক্লিনটন আর ধনকুবের বিল অ্যাকম্যানের সমর্থন অনেক ভোটার নেতিবাচকভাবে দেখেছেন।

জোহরান মামদানি একজন অভিবাসী। নিউইয়র্ক নগরের মতো একটি বহুজাতিক শহর তাঁর পক্ষে গেছে। এই নগরের অন্তত ৪০ শতাংশ বাসিন্দাই অভিবাসী, যাঁদের বেশির ভাগের জন্ম বিদেশে।

জোহরান জন্মেছেন উগান্ডার কাম্পালায়, ছোটবেলা কেটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এরপর ৭ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। ২০১৮ সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাঁর বাবা মাহমুদ মামদানি একজন বিখ্যাত কলোনিয়ালিজম বিশেষজ্ঞ, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন। মা মিরা নায়ার একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন চলচ্চিত্র নির্মাতা। দুজনই গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের সমালোচক।

জোহরানও বাবা-মায়ের মতো ইসরায়েলের নীতির সমালোচক। কলেজে পড়ার সময় ফিলিস্তিনপন্থী একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন। সম্প্রতি তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইনতিফাদা’ বাক্যটির নিন্দা করেননি। অনেক ইহুদি এই বাক্যটিকে সহিংসতার আহ্বান বলে মনে করেন। তবে জোহরান বলেছেন, এটা সহিংসতা নয় বরং ফিলিস্তিনিদের সমতা ও অধিকার চাওয়ার প্রকাশ। তবে নিউইয়র্কের বাসিন্দা অনেক ইহুদি তাঁর যুক্তি মেনে নেননি।

রাজনীতিতে আসার আগে জোহরান কিছুদিন ‘মি. কার্ডামম’ নামে হিপ-হপে র‍্যাপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তবে সেভাবে সফল হননি। এরপর তিনি একটি এনজিওতে কাজ করেন। তিনি কুইন্সে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে বাড়িঘর হারানো থেকে রক্ষায় পরামর্শ দিতেন। তিনি রাজনীতিতে আসেন ২০২০ সালে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় প্রথম দক্ষিণ এশীয় সদস্য নির্বাচিত হন। এখন পর্যন্ত তাঁর তিনটি বিল আইনে পরিণত হয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন শিল্পীকে বিয়ে করেছেন।

জোহরান অকপটভাবে বামঘেঁষা। তিনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য, যাঁরা মনে করেন, সমাজ পরিচালনায় মুনাফার বদলে মানুষের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তাঁর প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল-‘সাশ্রয়ী জীবন’। তিনি নগরের বাসভাড়া ফ্রি করতে চান, বাড়িভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করতে চান, গরিব এলাকায় নগরের পক্ষ থেকে মুদি দোকান চালু করতে চান এবং ধনীদের ওপর বাড়তি কর আরোপ করতে চান। তাঁর করারোপের বিষয়টি নিউইয়র্কের অনেক ব্যবসায়ীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

তবে জোহরান কেবল বামঘেঁষাই নন, বরং অনেকের কাছে যথেষ্ট পছন্দের ব্যক্তিত্বও। ম্যানহাটন ইনস্টিটিউটের জেসি আর্ম বলেন, তাঁর সাফল্যের কারণ শুধু তাঁর মতাদর্শ নয়, বরং তাঁর আধুনিক, সামাজিক মাধ্যমে দক্ষ রাজনৈতিক কৌশল। তাঁর নির্বাচনী প্রচার ইতিবাচক, সাধারণ মানুষের ভাষায়।

জেসি আর্ম বলেন, অন্যদিকে কুমোর প্রচার ছিল বিরল ও যন্ত্রসিদ্ধ। জোহরানের পক্ষে ৪৬ হাজার মানুষ মাঠে নেমেছিলেন। তিনি তরুণদেরও টেনেছেন, মাঝারি বয়সী ভোটারদেরও। এমনকি ২০২৪ সালে যেসব এলাকায় ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন, সেখানেও তিনি জিতেছেন। যেমন কুইন্সের হিলসাইড বা স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের টটেনভিল।

জোহরান নিজেকে একজন প্রগতিশীল, মুসলিম অভিবাসী হিসেবে ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন’ বলে অভিহিত করেন। তিনি এমন একজন রাজনৈতিক নেতা, ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (মাগা) আন্দোলনের উগ্রতা মোকাবিলায় যাঁকে ডেমোক্র্যাট অনেক দিন ধরে খুঁজছিল।

জোহরানও বাবা-মায়ের মতো ইসরায়েলের নীতির সমালোচক। কলেজে পড়ার সময় ফিলিস্তিনপন্থী একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন। সম্প্রতি তিনি ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইনতিফাদা’ বাক্যটির নিন্দা করেননি। অনেক ইহুদি এই বাক্যটিকে সহিংসতার আহ্বান বলে মনে করেন। তবে জোহরান বলেছেন, এটা সহিংসতা নয় বরং ফিলিস্তিনিদের সমতা ও অধিকার চাওয়ার প্রকাশ। তবে নিউইয়র্কের বাসিন্দা অনেক ইহুদি তাঁর যুক্তি মেনে নেননি।

রাজনীতিতে আসার আগে জোহরান কিছুদিন ‘মি. কার্ডামম’ নামে হিপ-হপে র‍্যাপার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন, তবে সেভাবে সফল হননি। এরপর তিনি একটি এনজিওতে কাজ করেন। তিনি কুইন্সে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে বাড়িঘর হারানো থেকে রক্ষায় পরামর্শ দিতেন। তিনি রাজনীতিতে আসেন ২০২০ সালে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় প্রথম দক্ষিণ এশীয় সদস্য নির্বাচিত হন। এখন পর্যন্ত তাঁর তিনটি বিল আইনে পরিণত হয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিরীয় বংশোদ্ভূত একজন শিল্পীকে বিয়ে করেছেন।

জোহরান অকপটভাবে বামঘেঁষা। তিনি ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্টস অব আমেরিকার সদস্য, যাঁরা মনে করেন, সমাজ পরিচালনায় মুনাফার বদলে মানুষের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তাঁর প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল-‘সাশ্রয়ী জীবন’। তিনি নগরের বাসভাড়া ফ্রি করতে চান, বাড়িভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করতে চান, গরিব এলাকায় নগরের পক্ষ থেকে মুদি দোকান চালু করতে চান এবং ধনীদের ওপর বাড়তি কর আরোপ করতে চান। তাঁর করারোপের বিষয়টি নিউইয়র্কের অনেক ব্যবসায়ীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

তবে জোহরান কেবল বামঘেঁষাই নন, বরং অনেকের কাছে যথেষ্ট পছন্দের ব্যক্তিত্বও। ম্যানহাটন ইনস্টিটিউটের জেসি আর্ম বলেন, তাঁর সাফল্যের কারণ শুধু তাঁর মতাদর্শ নয়, বরং তাঁর আধুনিক, সামাজিক মাধ্যমে দক্ষ রাজনৈতিক কৌশল। তাঁর নির্বাচনী প্রচার ইতিবাচক, সাধারণ মানুষের ভাষায়।

জেসি আর্ম বলেন, অন্যদিকে কুমোর প্রচার ছিল বিরল ও যন্ত্রসিদ্ধ। জোহরানের পক্ষে ৪৬ হাজার মানুষ মাঠে নেমেছিলেন। তিনি তরুণদেরও টেনেছেন, মাঝারি বয়সী ভোটারদেরও। এমনকি ২০২৪ সালে যেসব এলাকায় ট্রাম্প জয়ী হয়েছিলেন, সেখানেও তিনি জিতেছেন। যেমন কুইন্সের হিলসাইড বা স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের টটেনভিল।

জোহরান নিজেকে একজন প্রগতিশীল, মুসলিম অভিবাসী হিসেবে ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন’ বলে অভিহিত করেন। তিনি এমন একজন রাজনৈতিক নেতা, ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ (মাগা) আন্দোলনের উগ্রতা মোকাবিলায় যাঁকে ডেমোক্র্যাট অনেক দিন ধরে খুঁজছিল।

তবে জোহরানের জয়ে রিপাবলিকানরাও খুশি হয়েছেন। কারণ, তাঁদের ধারণা তাঁরা তাঁকে সহজ লক্ষ্য বানাতে পারবেন। কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিক বলেন, ‘জোহরান রিপাবলিকানদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিপক্ষ।’ ট্রাম্পও সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে জোহরানকে ‘শতভাগ পাগলাটে কমিউনিস্ট’ বলে উল্লেখ।

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মেয়র নির্বাচনে জোহরানের প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। তিনি ১৯৭০-এর দশকে অপরাধপ্রবণ নিউইয়র্কে ‘গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস’ নামে একধরনের নিরাপত্তা গ্রুপ চালু করেছিলেন। ২০২১ সালে মেয়র পদে লড়লেও তিনি এরিক অ্যাডামসের কাছে হেরেছিলেন।

তবে জোহরানের বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। তিনি দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন হারিয়েছেন। অবশ্য পরে ট্রাম্প প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন বলে জানিয়েছেন। কুমোও এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই প্রার্থী থাকছেন।

জোহরান নির্বাচিত হলে তিনি হবেন নিউইয়র্ক নগরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র, সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র এবং বহু দশকের মধ্যে প্রথম অভিবাসী মেয়র। এই সবকিছুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকালে তিনিই হবেন বামঘেঁষা রাজনীতির প্রথম বড় মুখ। এখনো স্পষ্ট নয়, জোহরানের মতো ডেমোক্র্যাটরা দলটিকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবেন, নাকি আরও গভীর অন্ধকারে নিয়ে

‘মান সম্মান সব গেছে, এখন সন্তান নিয়ে বাঁচতে দিন’

৩-এর পৃষ্ঠায় পর সঙ্গে সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন থেকে ভুক্তভোগীর ভিডিও এবং ছবি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ রোববার রুলসহ এ আদেশ দেন।

মাগুরার ধর্ষণকাণ্ডের মতো কুমিল্লার মুরাদনগরের ঘটনার বিচারও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। রোববার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, মুরাদনগরে যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমরা সবাই মর্মাহত; ক্ষুব্ধ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। যারা ছবিগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে, অত্যন্ত দায়িত্বহীন কাজ করেছে। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধর্ষণ-সংক্রান্ত আইন সংস্কার করেছি। মাগুরার ঘটনায় দ্রুততম সময়ে বিচার দেখেছেন। এই ঘটনাও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিচার হবে।

এদিকে রোববার কুমিল্লার ঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারী বলেন, রাত ১১টার দিকে দরজার বাইরে এসে কেউ জোরে ধাক্কা মারেন। পরিচয় জানতে চান তিনি। এর পর দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন ফজর আলী। তখন বাসায় কেউ ছিল না। তাঁর ছোট্ট দুই সন্তান ঘরে ঘুমাচ্ছিল। ধর্ষণের বিষয়টি টের পেয়ে আশপাশ থেকে লোকজন প্রথম ফজর আলীকে মারতে থাকেন। এ সময় তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় মারধর করা হয়। পুলিশ যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে, তারাই তাঁকে মারধর করেছেন। তাদের লোকজনই সেই ভিডিও ছড়িয়ে দিয়েছেন।

ওই নারীর বাবা বলেন, আমার মেয়ের সঙ্গে যারা ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা অনেক শক্তিশালী। চাইলেও তাদের সঙ্গে আমরা মামলা লড়াইয়ে যেতে পারি না। আমরা মেয়ের পরিবার ও নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত।



ফজর আলী

আমার মেয়ের কোনো অপরাধ থাকলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে আমার মেয়ের জীবন ও সংসার শেষ করে দিল।

কুমিল্লার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাজির আহমেদ খান বলেন, ধর্ষণে অভিযুক্ত ফজর আলী এবং ভিডিও ধারণে জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফজর আলীর বিরুদ্ধে ঘটনার পরদিনই ধর্ষণ মামলা হয়েছে।

রোববার রাতে কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মুরাদনগর সার্কেল) একেএম কামরুজ্জামান বলেন, ফজর আলীর সঙ্গে ওই নারীর সম্পর্কের কথা অনেকে প্রচার করেছে। তবে এ ধরনের কোনো তথ্য আমরা পাইনি। তিনি ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার। ফজর আলী ছাড়া অন্য যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মোবাইল ফোনে বীভৎস ওই ভিডিও পেয়েছি। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত। তাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে। প্রথমে মেয়েটি ভয়ে ধর্ষণের মামলা করতে চাননি। মারধরের শিকার ফজর আলী একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিল। যখন শুনেছে, মামলা হয়েছে, তখন হাসপাতাল থেকে পালায়। পরে শনিবার ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জড়িতদের রাজনৈতিক পরিচয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলে এ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, যারা জঘন্য এই ভিডিও ছড়িয়েছে, তাদের গ্রেপ্তার করা মুখ্য বিষয় ছিল। এর সঙ্গে ধর্ষণে অভিযুক্ত ফজর আলীও। এমন ভয়ংকর ঘটনায় রাজনৈতিক পরিচয় মূল বিষয় হতে পারে না। মেয়েটির পরিবার ফজর আলীর কাছে টাকা ধার নিয়েছিল। সেই সূত্র ধরে তাদের মধ্যে যোগাযোগ হতো। ওই নারীর সরলতার সুযোগ নিয়ে সে তাঁকে ধর্ষণ করেছে।



কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে অনিক, সুমন, রমজান ও বাবু নামের চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রোববার সকালে মুরাদনগরের সেই বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে, ভুক্তভোগী নারীর বাড়িতে শত শত লোক ভিড় করেছে। নির্জন বাড়ি হওয়ায় তখন মুরাদনগর থানা পুলিশের একটি দল ওই নারীর নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল। বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা জেলা পুলিশ সুপার, পিবিআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান।

অন্যদিকে ভুক্তভোগী নারীর বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ফজর আলীর বাড়ি। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা গেছে, বাড়িতে কেউ নেই। ঘটনার পর সবাই বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়েছে বলে জানান এলাকাবাসী।

মুরাদনগরের রামচন্দ্রপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া খোকন বলেন, গত ১৫ বছরে ফজর আলী আওয়ামী লীগের মিটিং-মিছিলে যেতেন। আমার কাছেও আসতেন। সরকার পতনের পর থেকে তাঁর পুরো পরিবার বিএনপির সমর্থক হওয়ার চেষ্টা করে।

ইউপির সাবেক সদস্য আবদুর রব বলেন, ফজর আলী চিহ্নিত মাদক কারবারি। তিনি এলাকায় জুয়ার আসরও বসাতেন। ১৫ বছর ধরে ফজর নিজেকে আওয়ামী লীগের নেতা বলে পরিচয় দিতেন। ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি নিজেকে বিএনপির লোক বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। তবে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির কোনো কমিটিতে তাঁর পদ নেই।

এদিকে কুমিল্লা জেলা পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাতে মুরাদনগরের একটি গ্রামে একজন প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফজর আলী এলাকার লোকজনের হাতে আটক ও প্রহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে ফজর আলী পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কিছু লোক তাৎক্ষণিক ভিকটিমের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ঘটনার ভিডিও ধারণ করে যারা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিপীড়নের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে আওয়ামী লীগ সমর্থক কিছু পেজ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তির পোস্ট থেকে ঘটনায় অভিযুক্ত বিএনপির স্থানীয় নেতা উল্লেখ করে প্রচার শুরু হয়। এর পর বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে তা প্রত্যাখ্যান করে দাবি করা হয় ‘অভিযুক্ত ব্যক্তি বরং স্থানীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।’

রোববার বিকেলে বিএনপির উপজেলা কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মুরাদনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া সমকালকে বলেন, এলাকায় লাখ লাখ লোক এখন বিএনপির কর্মী-সমর্থক। ধর্ষককে বিএনপির কর্মী বলে একটি মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। তবে তিনি স্থানীয় চেয়ারম্যানের লোক। ফজর আলী আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবি করেন তিনি।

নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এইড কুমিল্লার নির্বাহী পরিচালক ও সনাক-কুমিল্লার সাবেক সভাপতি রোকেয়া বেগম শেফালী বলেন, নারী নির্যাতন মামলার ক্ষেত্রে বিচারের দীর্ঘ সময় এবং ভিকটিমের নিরাপত্তাহীনতার কারণে অনেকেই মামলা করতে চান না। কেউ মামলা করলে পরে চাপের মুখে আপস করে ফেলেন। তাই নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত ও কঠোর রায় বাস্তবায়ন করতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি না হলে দেশে নারী নির্যাতন বাড়তেই থাকবে।

বিকেলে মুরাদনগর থানায় যান আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিনিধি অ্যাডভোকেট শিল্পী সাহা, তাওহীদ আহমেদ রানা, আরিফুল ইসলামসহ একটি প্রতিনিধি দল। তারা ওই নারীর সঙ্গে কথা বলেন এবং সব ধরনের আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের অশনিসংকেত: দ্রুত বিতাড়নে 'ফাস্ট ট্র্যাক' পরিকল্পনা!

এমন বিস্ময়কর পরিকল্পনার তথ্য জানিয়েছে।

এর ফলে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া লাখ লাখ অভিবাসনপ্রত্যাশীর ভবিষ্যত এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে যাচ্ছে।

সিএনএন এমন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে তাদরে প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যেসব ব্যক্তি বেআইনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর আশ্রয় আবেদন করেছেন, তাদের আবেদনগুলো মুলতবি না রেখে সরাসরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর ফলে তারা আর আদালতের শুনানি পাবেন না এবং তাৎক্ষণিক বহিষ্কারের বা এঙ্গপেইডেট রিমুভাল আওতায় পড়বেন।

এই পরিকল্পনার আওতায় পড়তে পারেন এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা ২.৫ থেকে ৩ লাখ এর মধ্যে হতে পারে। যাদের অনেকে দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, কাজ করছেন এবং করও দিচ্ছেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হলো বিরাট সংখ্যক অভিবাসীকে দ্রুত শনাক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া। এ জন্য অভিবাসন সুবিধাদানকারী সংস্থা ইউ. এস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসকে আইন প্রয়োগকারী ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। যাতে ওই সংস্থা আশ্রয় আবেদন আদালতে শুনানীর সুযোগ না দিয়ে দ্রুত বাতিল ও বহিষ্কার আদেশ ঘোষণা করে। মূলত এ বহিষ্কার কার্যক্রম ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) ও কাস্টমস এন্ড বোর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) এর আওতায় রয়েছে। এখন থেকে ইউএসসিআইএস'কে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

এসিএলইউ-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সারাহ মেহতা জানান, "ইউএসসিআইএস এখন ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা নয় বরং অভিবাসী দমন সংস্থায় পরিণত করা হচ্ছে। প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীরা এখন ইমিগ্রেশন আদালতে না গিয়েই বহিষ্কারের মুখোমুখি হচ্ছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত, কর্মরত এবং কর প্রদানকারী অভিবাসীরা।"

ইউএসসিআইএস এর কর্মীদের ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল নোলস বলেন, "আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া চালিয়ে নেওয়া উচিত। এটি আন্তর্জাতিক এবং আমেরিকার আইনে তাদের অধিকার। আবেদন ছুড়ে ফেলে দেওয়া মানবিক নয়, আইনসঙ্গতও নয়।"

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২৫% আশ্রয়প্রার্থী স্বীকার করেছেন যে তারা বেআইনিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছেন। বর্তমানে প্রায় ১৪.৫ লাখ আশ্রয় আবেদন ইউএসসিআইএস-এর বিবেচনায় রয়েছে। এর একটি বড় অংশ ২.৫ লাখ থেকে ৩ লাখ আশ্রয় আবেদনকারী এই ফাস্ট ট্র্যাক পরকিল্পনায় ওয়ার্ক পারমিটসহ এদেশে অবস্থানের আইনী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের একজন কর্মকর্তা বলেন, "যারা দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছেন, স্থানীয় সমাজে অবদান রাখছেন, হঠাৎ করে তাদের আশ্রয় আবেদন বাতিল করে দেওয়া মানবিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।"

এ্যাসাইলাম সিকার্স প্রজেক্ট এর পরিচালক কনচিতা ক্রুজ এ প্রতিবেদককে বলেন, "এই মানুষগুলো শুধু অভিবাসী নয়, এরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে, সমাজে, স্কুলে, কারখানায় অবদান রাখা নাগরিক। হঠাৎ করে তাদের বিতাড়িত করা মানে গোটা সমাজের ক্ষতি।"

নিজ দেশে নয়, পাঠানো হবে তৃতীয় দেশে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট থেকে। তারা আপাতত অনুমতি দিয়েছে, কিউবা বা ভেনেজুয়েলার মতো দেশের অভিবাসীদের নিজেদের দেশে না পাঠিয়ে আফ্রিকার তৃতীয় দেশে নির্বাসন দেওয়া যাবে। সুপ্রিম কোর্টের এমন রায়ের সুযোগে ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন বিরোধী নীতি আরো কঠোর প্রয়োগে আশ্রয়প্রার্থীরা নিজ দেশে ফেরত যেতে না চাইলে তাদেরকে পাঠানো হতে পারে দক্ষিণ সুদান বা অন্য কোনো অজানা গন্তব্যে।

অন্যদিকে, ফ্লোরিডার গহীন এভারগেডসে তৈরি হচ্ছে নতুন ডিটেনশন সেন্টার, যার নাম "অলিগেটর আলকাট্রাজ"। এটি এমন এক এলাকা, গহীন বন যেখানে হিংস্র পশু রয়েছে ও গহীন জলাভূমি। এখানে বন্দিদের পালানোর সম্ভাবনা খুবই কম। এই ডিটেনশন সেন্টার হবে প্রায় ৫ হাজার মানুষের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যা ট্রাম্প প্রশাসনের ৩ হাজার অভিবাসন গ্রেপ্তার দৈনিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসবের সমন্বয়ে এখন একটি বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত বহিষ্কার অভিযান চালানোর রূপরেখা স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট পদে

প্রথম পৃষ্ঠার পর শেষে তিনি বা তাঁদের পরিবারের অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এরিক বলেন, 'আমি যদি ঠিক করি রাজনীতিতে আসব, তাহলে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পথটা আমার জন্য কঠিন হবে না। কিন্তু আপনি আপনার পরিবারকে আবার এই যাত্রায় (রাজনীতিতে) নিয়ে যেতে চান কি না, সেটাই হলো প্রশ্ন?'

২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পর থেকে ৪১ বছর বয়সী এরিক ট্রাম্পকে রাজনীতির চেয়ে ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি অনেক রাজনীতিবিদের কাজকর্মে (পারফরম্যান্স) হতাশ। আমি মনে করি, আমি অনেক ভালোভাবে এই কাজ করতে পারি।'

এরিক আরও বলেন, 'শুধু আমি না, আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন সদস্য এই পদে লড়াইয়ের যোগ্যতা রাখেন।'

২০২৮ সালের রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের দৌড়ে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প পরিবারের কেউ কি আর নির্বাচনে থাকবেন না, এমন প্রশ্নের জবাবে এরিক বলেন, 'আমি জানি ন্যাসবকিছু সময় বলে দেবে। তবে (রাজনীতিতে আসার জন্য) আমাদের পরিবারের মধ্যে আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই।'

ফেডারেল আদালতের ক্ষমতা সীমিত : জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে ধোঁয়াশা!

প্রথম পৃষ্ঠার পর আদেশ জারি করা, পুরো দেশব্যাপী নয়।

তবে সুপ্রীম কোর্ট জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে সংবিধানিক প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেনি। এর ফলে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলে ট্রাম্পের আদেশের বৈধতা না দিলেও সেটি এখনো বাতিলও হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়শা রয়ে গেলো।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় ট্রাম্পের নীতিকে সরাসরি বৈধতা দেয়নি, তবে ভবিষ্যতে সেটি কার্যকর হওয়ার পথ কিছুটা প্রশস্ত করেছে। এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গড়াবে নিম্ন আদালতের হাত ধরে আর এই লড়াই চলতে থাকবে।

এই বহুল প্রত্যাশিত রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি অ্যামি কনি ব্যারেট তাঁর মতামতে বলেন, "ইউনিভার্সাল ইনজাঙ্কশন" অর্থাৎ পুরো দেশে নীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ফেডারেল আদালতের আইনসিদ্ধ ক্ষমতার বাইরে পড়ে। রায়টি ৬-৩ ভোটে গৃহীত হয়, যেখানে লিবারেল তিন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করেন। হোয়াইট হাউসের সংবাদ সম্মেলনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই রায়কে "সংবিধান, ক্ষমতার ভারসাম্য ও আইনের শাসনের এক ঐতিহাসিক জয়" হিসেবে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, 'আমি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি কৃতজ্ঞ, তারা একটি অত্যন্ত জটিল ও বড় সমস্যার সমাধান করেছে এবং সেটাকে একেবারে সহজ করে দিয়েছে। এখন তার প্রশাসন "একাধিক নীতি" কার্যকর করতে পারবে, কারণ নিম্ন আদালতের বিচারকদের সারাদেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেছে।'

এ সময় এটর্নী জেনারেল পাম বন্ডি হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়ে সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, "বিষয়টি এখনো বিচারাধীন" অক্টোবর মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্বাহী আদেশটির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সিদ্ধান্ত দেবে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট এখনো জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বিষয়ে নতুন কোনো মামলার শুনানির সময়সূচি ঘোষণা দেয়নি,

"অবৈধ অভিবাসী শিশুদের কী তাহলে এখন থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিক টার্গেট করা হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে বন্ডি বলেন, "এই মুহূর্তে আমাদের অগ্রাধিকার হলো দেশের সহিংস অপরাধীরা।"

অন্যদিকে, রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি সোনিয়া সোটোমায়োর কড়া ভাষায় ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "কলমের এক খোঁচায় প্রেসিডেন্ট আমাদের সংবিধানকে ব্যঙ্গ করলেন, আর আদালত সেই পথেই হাঁটল। এই রায়ে সরকার সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে তার নীতি চালাতে পারে।"

তিনি সতর্ক করে আরো বলেন, "আজ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, কাল হয়তো ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রশ্নে পড়ে যাবে।"

এই মামলার মূল পটভূমিতে রয়েছে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ, যা ১৪তম সংশোধনীর অধীনে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অধিকারে আঘাত হানে। আদেশে বলা হয় যেসব শিশু অবৈধ অভিবাসী বা অস্থায়ীভাবে থাকা পিতামাতার সন্তান, তারা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাবে না।

এই আদেশের বিরুদ্ধে ২২টি স্টেটে, কয়েকটি অভিবাসী অধিকার সংগঠন ও সাত ব্যক্তি মামলা করে। তিনটি ডিস্ট্রিক্ট আদালত নীতিটি স্থগিত রাখে। ট্রাম্প প্রশাসন সুপ্রিম কোর্টে জরুরি আপিল করে এমন নিষেধাজ্ঞা সীমিত করার আবেদন জানায়।

তবে আদালত আদেশের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে এখনই চূড়ান্ত রায় দেয়নি। বরং রায় বলছে, বিষয়টি নিম্ন আদালতগুলোতে ফিরে যাবে, যেখানে পরবর্তী শুনানিতে স্থির হবে আদেশ কার্যকর হবে কি না।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর তিনি আরও জানান, ৮ আগস্ট 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' পালনের পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে সরকার। এর আগে দিনটিকে 'খ' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে একটি পরিপত্রও জারি করা হয়েছিল, যা এখন বাতিল করা হয়েছে। সরকারে এই উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত ভালো, প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু এসময় বিষয় সরকার বা দেশ-জাতির জন্য যত না জরুরী তার চেয়ে বেশী জরুরী দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, জব জাস্টিস বন্ধ, হামলা-মামলা, ঘুষ-দূর্নীতি বন্ধ, আইনের শাসন কায়েম সহ সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সরকারের দাবী এসব ঠিকই হচ্ছে, বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশ ও প্রবাসের জনগণ বলেছে গত এক বছরে দু'একটি সেক্টর ছাড়া কোন সেক্টরেই উন্নতী হয়নি। আগে যা ছিলো এখনো তাই হচ্ছে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টগুলোতে চায়ের আড্ডায় এমন-ই আলোচনা চলছে। রাজনীতি সচেতন প্রবাসীরা বলছেন- দেশের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাদের প্রশ্ন পরিবর্তনটা কবে হবে, কিভাবে হবে, কে করবেন? *২৯ জুন ২০২৫*

একতাবদ্ধ হচ্ছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো

শেষ পৃষ্ঠায় পর গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো ভাবছেন, তিনি কি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে নামবেন কি না।

জোহরান মামদানিকে ঘিরে নিউইয়র্কের শ্রমিক ইউনিয়নগুলো এখন স্পষ্টভাবে একতাবদ্ধ হচ্ছে এবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দিলো নিউইয়র্ক স্টেট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনও। ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে কোনো প্রার্থীকে না সমর্থন করলেও, এখন তারা মামদানির পাশে দাঁড়াচ্ছে। এই তিনটি প্রভাবশালী ইউনিয়নের ৩২বিজে এসইআইইউ, হোটেল অ্যান্ড গেমিং ট্রেডস কাউন্সিল এবং নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন মোট সদস্য সংখ্যা নিউইয়র্ক সিটি ও আশপাশের এলাকায় প্রায় ২ লাখ ৬৭ হাজার।

এক বিবৃতিতে মামদানি বলেন, "এটি শহরের সেই সব কর্মজীবী মানুষের জন্য একটি আন্দোলন, যারা মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং নাগালের মধ্যে আবাসন প্রাপ্য। এইচটিসি ও ৩২বিজে প্রতিদিন সেই মানুষদের জন্য লড়ছে ও ফল দিচ্ছে। ডেমোক্রেটিক মেয়র প্রার্থী হিসেবে তাদের সমর্থন পাওয়া আমার জন্য সম্মানের।"

শুক্রবার সকালে মামদানি বৈঠক করেন ৩২বিজে'র নেতৃত্বের সঙ্গে। সংগঠনটির সভাপতি ম্যানি পাস্টরেইচ বলেন, "৩২বিজে সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই এমন একটি নিউইয়র্ক সিটির জন্য লড়াই করছেন, যেখানে কর্মজীবী মানুষ পরিবার নিয়ে বাঁচতে পারে, বাসস্থান সাশ্রয়ী হয়, এবং পরিবহনব্যবস্থা উন্নত হয়। মামদানির ইতিবাচক ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এক করেছে।"

এইচটিসি সভাপতি রিচ মারোকোর সঙ্গেও মামদানি সাক্ষাৎ করেন এই সপ্তাহেই। মারোকো বলেন, "জোহরান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমাদের অগ্রাধিকারই তাঁর অগ্রাধিকার। কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীর জন্য আবাসন সাশ্রয়ী ও জীবনের মানোন্নয়ন তাঁর মূল বার্তাড়আর সেটিই আমাদের ইউনিয়নের কার্যক্রমের মূলে আছে।"

মধ্যপন্থী প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে হারানোর পর এখন মামদানি প্রতিষ্ঠানগত সমর্থন জোগাড়ে ব্যস্ত, আর এই সমর্থনগুলো তার সেই প্রচেষ্টার বড় সফলতা। যদিও কুয়োমো এখনো জানাননি তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারে নামবেন কি না, তবে নির্বাচনে নিজের ব্যালট লাইন ধরে রাখছেন তিনি। তবে মামদানির আগামী মাসে তাঁর বৈঠক রয়েছে নিউইয়র্কের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে, যারা তাঁর কর ও ব্যয়ের প্রস্তাব নিয়ে সন্দিহান। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মন জয়ে সেই আলোচনাই হতে পারে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

তরুণ জোহরান মামদানির রাজনৈতিক উত্থানে আলোড়ন

শেষ পৃষ্ঠায় পর প্রতিক্রিয়া। বিশ্লেষকদের মতে, এমন মন্তব্য জোহরানের রাজনৈতিক উত্থানকেই আরও জোরালো করছে।

মামদানির জনপ্রিয় হয়ে ওঠা তৃণমূলভিত্তিক প্রচারাভিযান প্রচলিত ধারাকে ভেঙে দিয়েছে। ট্রাম্পও এভাবে প্রচলিত ধারাকে ভেঙেছিলেন, তবে মামদানির বার্তা ও সমর্থক জোট ট্রাম্পের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি তিনি নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হন, তাহলে সেটিই হবে তাঁর বৃহৎ রাজনৈতিক যাত্রার শুরু। একজন মুসলিম, দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী তরুণ হিসেবে তাঁর জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ কেবল সময়ের ব্যাপার। তাঁর বয়স, মুসলিম পরিচয় এবং অভিবাসী পটভূমিকে ইঙ্গিত করে এই বক্তব্য দেয়ায় ব্যাপক আলোচনার তৈরি হয় মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তবে অনেকেই বলছেন, প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যই জোহরানের রাজনৈতিক ও জনভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

জোহরান নিজেও বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি বলেন "আমার রাজনৈতিক এমন অবস্থান ও জয় নিয়ে যদি কেউ ভয় পায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে আমি সঠিক পথেই হাঁটছি। আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন একজন প্রগতিশীল মুসলিম অভিবাসী, যে সত্যিকারের বিশ্বাস থেকে লড়ে।'

আগামী ৪ নভেম্বর নিউইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেয়র নির্বাচন। এ পদে মনোনয়ন পেয়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন এই মুসলিম তরুণ। যদিও এখনো মূল মেয়র নির্বাচন বাকি, তবে তার আগেই জোহরান যেন জয় করে নিয়েছেন সাধারণ মানুষের মন। তবে নভেম্বরের নির্বাচন মামদানীর জন্য অগ্নি পরিক্ষা হতে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা।

জোহরান মামদানির পরিচয়ে রয়েছে অনেক স্তর। জন্ম উগান্ডার কাম্পালায়, বাবা ভারতীয় বংশোদ্ভূত খ্যাতিমান রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহমুদ মামদানি, মা বলিউডের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা মিরা নায়ার। মাত্র সাত বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে নিউইয়র্কে চলে আসেন জোহরান। এরপর নিউইয়র্কের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন তিনি।

২০১৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান। রাজনীতিতে পদার্পণ করেন মাত্র কয়েক বছর আগে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ধনসম্পদ কিংবা রাজনৈতিক অভিজাত গোষ্ঠীর নয়।

ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে অ্যান্ড্রু কুমোর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদকে হারিয়ে মনোনয়ন নিশ্চিত করেন জোহরান। বিজয়ের পর ২৪ জুন রাতের বক্তৃতায় তিনি সকল সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান বিশেষ করে 'বাংলাদেশি আন্টিদের', যাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন।

এই অংশটি ভোটারদের মনে আবেগের ঢেউ তোলে, কারণ রাজনীতিতে এমন আন্তরিক স্বীকৃতি খুব কমই দেখা যায়। জোহরানের এই মনোভাব তাঁর রাজনৈতিক দর্শনেরই প্রতিফলন রাজনীতি হবে নিচুতলার মানুষকে নিয়ে, তাঁদের কণ্ঠস্বরকে সম্মান জানিয়ে। জোহরান মামদানি এখনো নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হননি। তবে তিনি ইতিমধ্যে জয় করে নিয়েছেন মানুষের আস্থা। প্রথাগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে একজন তরুণ, অভিবাসী মুসলিম প্রার্থী কীভাবে লাখো মানুষের আশা-ভরসার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেন, জোহরান তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

জোহরানের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলোই তাঁকে ভিন্ন করে তুলেছে। অতীতের মেয়র প্রার্থীরা যেখানে করপোরেট স্বার্থে হেলে পড়েন, জোহরান স্পষ্ট করে বলেছেনড়তিনি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবেন।

তাঁর প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে: প্রতিটি ওয়ার্ডে ন্যায্য মূল্যের সরকারি গ্রোসারী। দুই লাখ নতুন সাশ্রয়ী অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ। ২০২৯ সাল পর্যন্ত বাসা ভাড়া না বাড়ানোর অঙ্গীকার। প্রত্যেক শিশু পরিবারে বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার এবং সিটি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

এই পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে দিয়ে জোহরান শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেননি, তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন, একটি অধিক মানবিক, বাসযোগ্য, ন্যায়ভিত্তিক নিউইয়র্ক সিটির।

তরুণ, মুসলিম এবং অশ্বেতাঙ্গ এই পরিচয়গুলো মিলিয়ে জোহরানের জনপ্রিয়তা বেড়েছে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের মধ্যে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশি ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জোহরানকে দেখছেন নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে।

এই আবেগকে আরও গভীর করেছেন জোহরান নিজেই। নিউইয়র্ক সিটির প্রথম নির্বাচিত বাঙালি কাউন্সিলর শাহানা হানিফকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলায় একটি ভিডিও বার্তা প্রচার করেন। সেখানে তিনি সরাসরি বাংলাদেশি ভোটারদের উদ্দেশে আহ্বান জানান ভবিষ্যতের একটি ন্যায্য সিটি গড়ার আন্দোলনে অংশ নিতে।

নভেম্বরের নির্বাচন শুধু একজন মেয়র বেছে নেওয়ার বিষয় নয় এটি হয়ে উঠেছে একটি বার্তা পাঠানোর উপলক্ষ, যে নিউইয়র্ক তার বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করে, প্রগতিকে ধারণ করে এবং নতুন নেতৃত্বকে স্থান দিতে প্রস্তুত।

জাবেদ উদ্দিনের পিতা ও সাব্বির আহমেদের শশুরের জন্য দোয়া কামনা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রচার সম্পাদক সাব্বির আহমেদের শশুর সিরাজুল হক বেপারীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় নিউইয়র্কে দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি শুক্রবার (২৭ জুন) বাদ মাগরিব নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন মসজিদে এই দোয়ার আয়োজন করে।

মাহফিল ও দোয়া পরিচালনা করেন আল আমীন মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান চৌধুরী ও মাওলানা নেসার আহমেদ।



দোয়া মাহফিলে টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, আল আমীন মসজিদের সভাপতি শাহাব উদ্দিন, সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জেএমসি'র সাবেক সেক্রেটারী মনজুর আহমেদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মজিদ, বিশিষ্ট রাজনীতিক লুৎফর রহমান চৌধুরী হেলাল, আব্দুস সবুর, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, ইঞ্জিনিয়ার সায়েম রহমান, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুহেল আহমদ, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, উপদেষ্টা হাজী আব্দুর রহমান, সালেহ চৌধুরী, সৈয়দ মামুন, কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, প্রচার সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, সদস্য আবু সুলেমান, নূরুল হক, মোহাম্মদ হোসেন, এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মিলন বাসার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবু সাঈদ আহমদ, এম এ বাতেন, মোহাম্মদ হোসেন এবং মস্তফা আলমগীর, খান শাহ জাহান, আজহারুল ইসলাম খোকা, হারুন অর রশীদ (ডব্লিউ রশীদ), মনিরুল ইসলাম সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

জাবেদ উদ্দিনের পিতা হাজী ডাঃ মো: গিয়াস উদ্দিন বাংলাদেশ সময় ২৭ জুন মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় সিলেট মাউন্ট এডোরা হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ঐদিন বাদ এশা কেশবচরে নিজ বাড়িতে উনার জানাযা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে । জানাজায় মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোয়াজ্জম হোসেন মাতুক,নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মুজিবর রহমান শেফু,খলিলপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু মিযা চৌধুরী,মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সদস্য মতিন বকস,ফখরুল ইসলাম,আলহাজ্ব আয়াজ আহমেদ,খলিলপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এমদাদ মোঃ শিরাজ,সাংবাদিক শ ই সরকার জবলু সহ নেতৃবৃন্দসহ কয়েক শতাধিক মানুষ অংশ নেন। তিনি ৪ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ নাতি নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । জীবদ্দশায় তিনি সামাজিক ও মানবিক কাজে যুক্ত ছিলেন । তাঁর প্রেরণায় উনার বড় ছেলে মো. জাবেদ উদ্দিন আমেরিকায় কমিউনিটির মানুষ এবং দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন ।

উনার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার মিতা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুহেল আহমদ, সহ সভাপতি কয়েছ আহমদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দরা।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রচার সম্পাদক সাব্বির আহমেদের শশুর সিরাজুল হক গত ১৩ মে মুন্সিগঞ্জ জেলার টুঙ্গিবাড়ীর গ্রামের বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।





















এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জবিন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনারেদ জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ডিএইচএস সোসাল মিডিয়ায় ধর্ম বিদ্বেষী কোন কর্মকাণ্ড হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবে ঃ

এপ্রিল ০৯, ২০২৫ ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআই-এস) ঘোষণা করেছে যে, সোসাল মিডিয়ায় তারা বিদেশী নাগরিকদের ধর্মবিরোধী কোন মন্তব্য করে কি-না তা পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

কোন সুইশ ব্যক্তিকে নাজেহাল করলে সেই অজুহাতে তার ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। সেই সঙ্গে পামানেন্ট রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস, বিদেশি ছাত্র এবং ধর্মবিরোধী কর্মে লিপ্তদের আইনসম্মত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আবেদনও ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ধর্মবিরোধী কাজের মোকাবেলায় অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে এসবই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের সংগে প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

ডিএইচএস সর্বোচ্চ মাত্রায় সকল প্রাসঙ্গিক ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর করবে দেশকে বিদেশী চরমপন্থী, সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে। এসব সন্ত্রাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন– হামাস, ফিলিস্তিনী, ইসলামী জিহাদ, হিযবুল্লাহ অথবা আনসার আল্লাহ আকা ঃ

"দি হাইথেসি।"

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইউএসসিসআইএস . গভ ভিজিট করুন।

এ ব্যাপারে আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্বের প্রকাশিত তথ্যটি পুনরায় প্রকাশ করা হোল।

নিউইয়র্ক থেকে হামিদা খানের প্রশ্ন ঃ আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমার আবেদনে আমার স্বামী গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে। বাংলাদেশে তার মা একা আছেন। একমাত্র পুত্রকে না দেখে তিনি খুব ব্যাকুল হয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় আমার স্বাশী তার মায়ের জন্যে আবেদন করতে চান।

এখন এই বিভাগের মাধ্যমে আমার জানার বিষয় হচ্ছে– আমার স্বামী গ্রীনকার্ডধারী থাকা অবস্থায় তার মায়ের জন্যে আবেদন করতে পারবে কিনা?

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হামিদা খানমের প্রশ্নের উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমরা সব সময় যে বিষয়টি তুলে ধরি তা হচ্ছে যে– আমাদের প্রথমেই জানা দরকার– একজন গ্রীনকার্ডধারী কাদের জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত।

একজন গ্রীনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়দের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ

১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী);

২) ২১ নিম্ন বয়সী অবিবাহিত সন্তান।

উল্লেখ্য যে, গ্রীনকার্ডধারীরা তাদের বিবাহিত সন্তান, মা-বাবা এবং ভাই-বোনের জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হনং না।

সুতরাং ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনি একজন ইউএস সিটিজেন বিধায় আপনি আপনার মা-বাবার জন্য আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। সেই সাথে স্পাউস, ২১ নিম্ন, ২১ উর্ধ্ব বয়সী (বিবাহিত এবং অবিবাহিত) সন্তান এবং ভাই-বোনের জন্যে আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আপনি একজন ইউএস সিটিজেন।

কিন্তু আপনার স্বামী একজন গ্রীনকার্ডধারী। সে কারণে বাংলাদেশে বসবাসকারী তার মায়ের জন্যে ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আবেদন করার ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না।

আপনার স্বামীকে এ ব্যাপারে তার মায়ের জন্যে আবেদন করার জন্য– তার সিটিজেনশীপ লাভ করার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

জুলাই ২০২৫ ভিসা বুলেটিন ঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জুলাই ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল অ্যাকশন ডেট' বলতে সেই ডেটকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হবে এর পূর্বে।

জুলাই ২০২৫ এর সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেসঃ

প্রথমঃ (এফ ১): ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র কন্যাঃ জুলাই ১৫, ২০১৬।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস। স্বামী/স্ত্রী, সন্তান- অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ. (এফ ২ এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান। সেপ্টেম্বর ০১, ২০২২।

বি. (এফ ২ বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী)। অক্টোবর ১৫, ২০১৬।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: আগস্ট ০১, ২০১১।

চতুর্থঃ (এফ ৪)ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইডএস সিটিজেনদের ভাইবোনঃ জানুয়ারী ০১, ২০০৮।

পারিবারিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

নিউইয়র্কে “হোপ নেভার ডাইস” প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী







শেষ পৃষ্ঠায় পর প্রামাণ্যচিত্র “Hope Never Dies” (হোপ নেভার ডাইস)-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী। শুক্রবার, সন্ধ্যায় আয়োজিত এই আয়োজনটি যেন পরিণত হয় জীবন জয় এবং মানবতার বিজয়গাথা উদযাপনের এক অনন্য উৎসবে।

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস মানুষের জীবনযাত্রায় যেভাবে বিপর্যয় ডেকে আনে, সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা এবং তার বিপরীতে মানুষের অসীম ধৈর্য, সাহস, সংগ্রাম ও আশাবাদের কাহিনি উঠে এসেছে এই প্রামাণ্যচিত্রে। লেখক, সাংবাদিক ও নির্মাতা শামীম আল আমিনের গবেষণা, পরিকল্পনা, ও পরিচালনায় নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্যচিত্রটি। ৪২ মিনিট দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্যচিত্রটি নিউইয়র্ককেন্দ্রিক কোভিড-১৯ সময়কালীন মানুষের অভিজ্ঞতা ও লড়াই তুলে ধরেছে এক অনন্য উপস্থাপনায়।

নির্মাতা শামীম আল আমিন তাঁর বক্তব্যে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের পেছনের প্রেরণা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন কানাডা থেকে আগত কিংবদন্তি সংবাদপাঠিকা ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আসমা আহমাদ মাসুদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এই প্রামাণ্যচিত্রের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, নিউইয়র্কের স্বনামধন্য আইটি প্রতিষ্ঠান মেটা ইনফো টেক (এমআইটি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী।

প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে এর পোস্টারের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। পুরো মিলনায়তন সুধীজন ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ভরে ওঠে। সবাই এক নিঃশ্বাসে দেখেন প্রামাণ্যচিত্রটি, যেখানে তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রদর্শনী শেষে বিশিষ্টজনেরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সব্যসাচী শিল্পী তাজুল ইমাম, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি, বাংলাদেশ অস্কার কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য অনুবাদক প্রফেসর আব্দুস সেলিম, খ্যাতিমান নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা, বিশিষ্ট থিয়েটার গবেষক ও বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ড. বাবুল বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা।

এছাড়া সংস্কৃতিজন গোপন সাহার সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন আশা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আকাশ রহমান, নাট্যজন মিল্টন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মিয়া জাকির, নাসির আলী খান পল, রুবাইয়া রহমান, থ্রি ম্যাকানিক্যাল ইয়নকার্সের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও তোফায়েল চৌধুরী লিটনসহ অনেকে।

প্রামাণ্যচিত্রে যাদের অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার রয়েছে তারা হলেন, সাবেক কলেজ প্রিন্সিপাল, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব রানা আহমেদ, শিক্ষক, গায়িকা ও থিয়েটারকর্মী মিলাদুন অ্যানি, ইউনিসেফের টিকাদান বিষয়ক সিনিয়র অ্যাডভাইজর ডা. আনিসুর রহমান সিদ্দিকী, ক্রিডমোর সাইকিয়াট্রিক সেন্টারের চিফ সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. মুনিবুর আর খান, অ্যালমহার্স্ট হাসপাতালের এটেনডিং ফিজিশিয়ান ডা. মিতা চৌধুরী, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মালেক, মেটা ইনফো টেক (এমআইটি) ফাউন্ডার ও সিইও মাহবুব সিদ্দিকী, নিউইয়র্কের স্কুলের শিক্ষক সহকারী, আবৃত্তিশিল্পী ও থিয়েটারকর্মী শুক্লা রায়, ইউএস পোস্টাল সার্ভিস কর্মরত ও আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান, সংগীতশিল্পী মেলাল শাহ, নিউইয়র্ক সিটির প্যারামেডিক মোতাসিম “বিল” হোসেন, সাবেক স্কুল শিক্ষক নাসিম বানু চাঁপা, ইয়েলো ক্যাব চালক আব্বাস আলী এবং হাইস্কুল শিক্ষার্থী গুঞ্জরি সাহা।

উদ্বোধনী ও সমাপনী আবৃত্তি করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান আবৃত্তিশিল্পী ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়। ধারাবর্ণনায় ছিলেন শামস উজ জোহা। টাইপোগ্রাফি ও পোস্টার ডিজাইনে ছিলেন মামুন হোসাইন। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছেন স্বপ্নীল সজীব এবং সংগীতায়োজনে ছিলেন অভিজিৎ চক্রবর্তী জিতু। এই প্রামাণ্যচিত্রের দৃশ্যধারণ করেছেন শফিকুল ইসলাম সাবু, শামীম আল আমিন ও শেখ তানভীর আহমেদ। গ্রাফিঙ, সম্পাদনা ও সংগীতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। সিনে হাউজ মিডিয়া ছিল কারিগরি সহায়তায়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি





ডব্লিউইউএসটি'র আনন্দঘন কনভোকেশন ২০২৫

শিক্ষার্থীদের জন্য ২ মিলিডন ডলারের স্টার্টআপ ফান্ড ঘোষণা চ্যান্সেলরের









আলেকজান্দ্রিডা (ভার্জিনিয়া): 'আই লাভ ইউ মাম, আই লাভ ইউ' দর্শক সারি থেকে চিৎকার ভেসে আসছিলো। মঞ্চে তখন কালোগাউন, মাথায় গ্র্যাজুয়েশন ক্যাপ পরা হাস্যোজ্জল এক মা তার সদ্য পাওয়া ডিপ্লোমাটি হাতে ধরে ছবির জন্য পোজ দি"ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরসহ অন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে। ছেলের চিৎকার তার কানে এলে ত্রিশোর্ধ এই মা নিজেও চিৎকার করে বললেন, 'আই লাভ ইউ টু'। এরপর গটগট করে এগিয়ে গেলেন অতিথিদের সাথে করমর্দন করতে করতে। গৌরব, দৃঢ়তা আর মুগ্ধতার এক মিশেল আবেশ ধরে থাকলো গোটা মঞ্চ জুড়ে কিছুক্ষণ। মাস্টার অব দ্য সেরিমনি (এমসি) মঞ্চে ডেকে নিলেন পরবর্তী গ্রাজুয়েটকে।

ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডব্লিউইউএসটি)'র ক্লাস অব ২০২৫ এর কনভোকেশন ছিলো এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণের এক অনুপম বৈকালিক আয়োজন। ২৬৩ জন শিক্ষার্থী তাদের ডিপ্লোমা সংগ্রহ করলেন আলেকজান্দ্রিয়া সিটি হাই স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কনভোকেশন থেকে।

তুমুল করতালি, ক্যামেরার ক্লিক, দর্শক সারি থেকে ক্ষণে ক্ষণে ছুঁড়ে দেওয়া দারুণ সব অভিনন্দন বার্তা মন ভরিয়ে রাখলো সারাক্ষণ। একজনতো ডিগবাজিই খেয়ে ফেললেন গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রির মঞ্চে।

দিনটি ছিলো ২১ জুন শনিবার। দুপুর ১২টার পর থেকেই মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস'ল। কালো গাউন আর ক্যাপে ছেয়ে যেতে থাকে ক্যাম্পাস। নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা বয়স ও নানা ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষগুলো যেনো সকলেই এক আর অভিন্ন। তারা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে এখন পা রাখবেন কর্মজগতে। আবার অনেকেই ছিলেন, যারা এরইমধ্যে হয়তো রয়েছেন কাজে নিযুক্ত, তারই মাঝে শেষ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। এটি ছিলো সকলেরই আনুষ্ঠানিক সনদ গ্রহণের দিন।

অনুষ্ঠান শুরু হলো ঘড়ির কাটায় বেলা ২টায়। তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিরা নীল-কালোর মিশ্রণে কনভোকেশন গাউন পরে গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডাল আর উত্তরীয় ঝুলিয়ে প্যারেড করে হলে ঢুকলেন। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাডেমিক) ড. জেফের পিরিমের নেতৃত্বে আসন নিলেন মঞ্চের একদিকে। অন্যদিকে লাল-কালোর মিশেলে বিশেষ সেরিমোনিয়াল রোব পরে প্যারেড শেষে আসন নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা সহ উর্ধতনরা এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। এর পরপরই স্কুল অব বিজনেস এডমিনস্ট্রেশনের গ্রাজুয়েটেরা প্যারেড করে মঞ্চের বাম দিকের সারিতে বসলেন। একইভাবে প্যারেড শেষে ডান দিকের সারিতে আসন নিলেন স্কুল অব ইনফরমেশন টেকনোলজি'র গ্রাজুয়েটেরা। পুরো আয়োজন সমন্বয়ের নেতৃত্ব ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট (অপারেশনস) ড. শ্যান চো।

অভ্যাগত অতিথিরা আগেই বসেছিলেন দর্শকসারির মাঝের আসনগুলোতে। সহস্রাধিক আসনবিশিষ্ট হলরুম তখন কানায় কানায় পূর্ণ। এরই মধ্যে এমসি'র ঘোষণা এলো জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হ"ছ। ও সে ক্যান ইউ সি বাই দ্য ডন'স আর্লি লাইট...। সকলে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাম বুকে চেপে ধরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান দেখালেন ও কণ্ঠ মেলালেন।

এরপরর শুরু হলো গ্রাজুয়েশনের বক্তৃতা পর্ব। শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বোর্ড চেয়ারম্যানের বক্তব্য। মঞ্চে এলেন ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কোনো বাংলাদেশী আমেরিকান, যার হাতে পরিচালিত হচে।চ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পোডিয়ামে এসে প্রথমেই অভিনন্দন জানালেন ক্লাস অব ২০২৫ এর গ্রাজুয়েটদের। বললেন, বিশ্ব আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার নতুন ধারণা, আপনার মূল্যবোধ, আর ভিন্ন কিছু করার সাহসিক পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর বক্তব্যের গোড়ার দিকেই এক যুগান্তকারী ঘোষণা দিলেন ডব্লিউইউএসটির চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ। এই কনভোকেশনকে তিনি জানালেন, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দুই মিলিয়ন ডলারের একটি স্টার্টআপ ফান্ড চালু করছে।

"আজ আমি গর্বের সাথে একটি সাহসী উদ্যোগের কথা ঘোষণা করছি। শিগগিরই আমরা একটি নতুন ইনোভেশন এন্টারপ্রেনারশিপ ইনকিউবেটর চালু করছি। যার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের কেবল পরামর্শই দেবো না- দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মুলধনেরও যোগান দেবো," বলেন চ্যান্সেলর হানিপ। ছাত্র-শিক্ষক ও অভ্যাগতজনের উপস্ি'তিতে এই ঘোষণায় উ"ছ্বাসমুখর হয়ে ওঠে কনভোকেশন অডিটরিয়াম।

"হ্যাঁ- দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত!" জোর দিয়ে আবারও উ"ছারণ করেন আবুবকর হানিপ। আরেক দফা করতালিতে মুখর হয় পুরো অডিটোরিয়াম।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনার যদি এমন কোনো পণ্য, সেবা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা কনসেপ্ট থাকে যা বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান করতেতাহলে আমরা নির্বাচিত প্রতিটি কনসেপ্টের জন্য দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, ডব্লিউইউএসটি কেবল আপনার একাডেমিক সক্ষমতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে না- আপনাকে উদ্যোক্তা হতেও শিখিয়েছে।"

'প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে প্রভাব রাখাই, আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য, আর সেটাই আমাদের অঙ্গীকার' বলেন আবুবকর হানিপ। "আমরা চাই না আমাদের শিক্ষার্থীরা শুধু সুযোগ খুঁজে বেড়াক- আমরা চাই তারা নিজেরাই সুযোগ সৃষ্টি করুক। এবং এই যাত্রায় আমরা প্রতিটি ধাপে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকব, যোগ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন সোমা সাঈদ। নিউইয়র্ক সিটি সিভিল কোর্টের প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিচারক। নিজের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে তিনি নানা কথামালায় সদ্য গ্র্যাজুয়েটদের অনুপ্রেরণা যোগান।

"হ্যাঁ, গ্রাজুশেন অর্জনে আপনারা সফল হয়েছেন, এখন সময় এসেছে সেই সফলতাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার,"- বলেন তিনি।

আইনের অধ্যয়ন থেকে বিচারক হয়ে ওঠার সংগ্রামময় যাত্রার নানাদিক উল্লেখ করে সোমা বলেন, "আপনার অধ্যবসায়ই আপনার পথচলাকে দৃঢ়তায় বদলে দেবে।"

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কবি রুমি-র একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "তুমি সম্ভাবনায় জন্ম নিয়েছো। তোমার ডানা আছে। তা ব্যবহার করা শেখো এবং ওড়ো।"

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন-এর সংগ্রাম ও সাফল্যের উদাহরণ টেনে শিক্ষার্থীদের যেকোনো চ্যালেঞ্জে অটল থাকার আহ্বান জানান সোমা সাঈদ।

ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আপনি যদি একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারেন, সেটিই গোটা সমাজকে ধীরে ধীরে বদলে দেবে।"

লাউডন কাউন্টির কোষাধ্যক্ষ হেনরি সি. আইকেলবার্গ শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়-ন।"

অ্যাপলায়েড রিসার্চ অ্যান্ড ফোনেটিকস এর প্রেসিডেন্ট ড. আনিস রহমান বলেন, "আপনার ডিপ্লোমাটি এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি না আপনার সংকল্প, আত্মনিবেদন, বুদ্ধিমত্তা আর আত্মউপলব্ধি সত্যিকারের সম্পদ হয়ে ওঠে।"

ডব্লিউইউএসটি'র সিএফও ফারহানা হানিপ গ্রাজুয়েটদের আত্মবিশ্বাস ও নিজের ওপর আস'া রাখার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'আপনার আত্মনিয়োজনই হয়ে উঠবে আপনার পথপ্রদর্শক।"

শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও বাঁচার তাগাদা দেন ডব্লিউএসটির বোর্ড সদস্য ও ইউএসপিআইসিসি'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সিদ্দিক শেখ।

স্কুল অফ প্রফেশনাল স্টাডিজের পরিচালক মাহদী-উজ-জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজস্ব যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা দিয়েই নতুন পৃথিবী ও প্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

বক্তৃতা পর্ব শেষে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকভাবে ডিপ্লোমা হস্তান্তর। স্কুল অব আইটির গ্রাজুয়েটদের হাতে ডিপ্লোমা তুলে দেন এর পরিচালক অধ্যাপক অ্যাপোস্টোলস এলিওপোলস। আর স্কুল অব বিজনেস স্টাডিজের গ্রাজুয়েটেরা ডিপ্লোমা নেন এর পরিচালক ড. মার্ক রবিনসনের হাত থেকে। প্রতিটি গ্রাজুয়েট তাদের ডিপ্লোমা হাতে নিয়ে ছবি তোলার সুযোগ পান চ্যান্সেলরসহ মঞ্চে উপবিষ্ট সকলের সাথে।

সবশেষে ডব্লিউএসটি প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক ক্লাস অব ২০২৫ এর সকল গ্র্যাজুয়েটের গ্রাজুয়েশনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। গ্রাজুয়েটেরা তাদের হ্যাটের টাসল ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গ্রাজুয়েশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। এরপর গ্র্যাজুয়েশন হ্যাট উপরে ছুঁড়ে মেরে নিজেদের সাফল্যের মুহূর্ত উদযাপন করেন। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দের মধ্য দিয়ে এক আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় অনুষ্ঠান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



সাহিত্য সাময়িকী

বেলটাওয়ারে বাজে ঘন্টা

মঈনুস সুলতান

পায়ে-চলা পথ উপত্যকায়,
নীচে মেনগ্রোভের প্রান্তিকে লোকালয়, পুর্তগিজদের গির্জাঘর
চাইলে ওখানে যাওয়া যায়-
পামের নিকুঞ্জে উঁকি দেয় বেলটাওয়ার,
যেতেও চাই তবে যাইনি অবশেষে
না যাওয়াতে হয়েছে কী তেমন কোন ক্ষতি-
সমুদ্র ছুঁয়ে নীলাভ সলীলে ঝুঁকে আছে দিগন্ত অপার
আমার ভালোবাসা, প্রজাপতির গতিপথ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সম্প্রতি;

গড়িয়ে পড়ছে জল, কাদামাটি মিশে হয়েছে অলীক একঅজগর
বুক-পেয়ে চলছে গড়িয়ে ধূসরে লোহিত মেশা নীরের নির্বিষজীব,
বসবাস করেছি পড়ো নীলকুঠিতে বছরের পর বছর
কীভাবে যে হয়ে গেলাম চলতে চলতে চলৎশক্তিহীন ক্লীব,
সন্ধে হয়নি এখনো-
জলধারার হাশিয়ায় গোধূলিতে ফোটে মৃত্তিকা হরেক বর্ণা
বহতা জলের মিহি শব্দকে হয়তো বলা চলে কলতান,
ঘোলাজলে হয় কী জরির জৌলুস ছড়ানো ঝর্ণা-
বেলটাওয়ারে বাজে ঘন্টা, বনজ নিস্তব্ধতা ভেঙেচুরে হয় ছত্রখান।

মৃত নক্ষত্রের আত্মা

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আজ কেন আকাশের চোখে বিষাদের পেন্সিল?
মেঘেরা সব ফিসফিস করে, পুরোনো স্মৃতিদের ম্যাপ
শহরের ছাদগুলো ভিজে যায় নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্বে
যেমন ভিজে যায় সভ্যতার কফিনের শেষ পেরেক..!

ট্রাফিক জ্যামে থেমে থাকা গাড়ির হেডলাইটগুলো
হঠাৎ সহস্র মাছের নগদ চোখ হয়ে ওঠে
যেনো জলের নিচে ডুবে থাকা একটি প্রাচীন সভ্যতা
হুডখোলা রিকশার চাকা ঘোরে, নাচে অদৃশ্য ভ্যালে
প্রতিটি প্যাডেলের শব্দে জন্ম নেয় নতুন একটি সমুদ্র!

কাঁচের জানালায় আটকে থাকা অসংখ্য জলবিন্দুরা
কেউ শিশু হয়ে যায়, কেউ বৃদ্ধ, কেউবা পাথরের মূর্তি
তাদের প্রতিফলনে দেখি আমার নির্বাক ছায়া
গলিত মোমের মতোন গলে যাচ্ছে সময়ের তাবত রেখা
ছাতার নিচে হেঁটে যায় নীরব মিছিল
প্রত্যেকের হৃদয়ে বাস করে এক একটা মরাপাখি
পালকগুলো ভিজে ভারী হয়, উড়তে ভুলে গেছে কবে।
জল জমে ওঠে পায়ের নিচে
সেখানে খেলা করে মৃত নক্ষত্রের আত্মা।

আমরা বৃষ্টির গন্ধ শুঁকে বুঝি, এ কোন সাধারণ বৃষ্টি নয়
এ এক পরাবাস্তব ফোঁটা ফোঁটা স্মৃতি
যা মুছে দিচ্ছে পরিচিত পৃথিবীর সব রঙ
আর আমি কেবল এক ভিজে যাওয়া অবোধ চিত্রকর
আমার ক্যানভাসে আঁকি শূন্যতার একটি নতুন রেখা।

তার কথা মনে নেই বহুদিন

সাজ্জাদুর রহমান

তার কথা মনে নেই বহুদিন
যতদিন পাতিলেবুর গাছে ফুল আসে না।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম
গাছটিতে ফুল হয় না কেনো- বললো,
ও শুধু গীটার বাজাতে শিখেছে
সুর তুলতে শেখেনি।

মুচকি হাসির আড়ালে
বেদনার শিকাগো শহর
ভাঙাগড়ায় দুলছে
সত্য-মিথ্যের সমকাম
ভঙ্গুর পাঁচিলের উপর বপন করে
পাতিলেবুর সাক্ষীগাছ।
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার ঘামে বসে থাকে
ডুমো মাছির তিন পা ওয়ালা শরীর
আর ক্লাসরুমের খোলসে ছেঁড়া ব্ল্যাকবোর্ড
খড়িমাটির জমাট মিসাইল
ঘাস ছেঁড়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা খামে ভরে
পাঠিয়ে দেয় শূণ্যতায়।
আমার তার কথা হারিয়ে যায়
যুদ্ধ ছেড়ে চলে যায় ধ্বংসস্তুপের মিছিলে।



ছায়াকবুতর

শাহীন রেজা

যদি জানতাম আকাশ ভেঙে দিলে জলগুলো কেন বৃষ্টি হয়ে যায়
তাহলে কখনোই তোমার কাছে জানতে চাইতাম না অফুরান কান্নার কারণ

তুমি বলতে, ভালোবাসার উল্টো পিঠেই থাকে ঘৃণা;
যা ক্রমাগত অগ্নির জন্ম দেয়

আজ সে বিশ্বাস তোমার কোথায় উবে গেলো?

কাঁচের পাত্র আর মন দুটোই সমান
ভেঙে গেলে আর সহজে জোড়া লাগে না

তোমার ভাঙনে আজ যমুনার প্রতিচ্ছবি

না এমন ভাবে ঝরো না

এসো অগ্নি হও
পুড়ে ফেলো মমতার মেঘ
জমানো স্মৃতির ঘর জ্বলুক দাউ দাউ প্রতিশোধে

জল নয় অগ্নিতে বাঁধুক বাসা ছায়াকবুতর
ক্রমশ অচিন ঘুমে অচেতন সুরের ডাহুক।

ছায়ালিপি

রজব বকশী

আমি কবিতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তুমি শব্দের চোখে দেখতে শেখো

হোমার হাঁটতো দূর দিগন্তে-
তুমি ঘুরে যাও সেই পথে,
যেখানে কারও পায়ের ছাপ নেই
ছড়িয়ে আছে স্বপ্নের ভাঙা কাচ!

জোনাকি ফিরে নেয় আলো,
যারা মেঘে ঢেকে ফেলতে চেয়েছিল সূর্য,
তাদের ছায়ালিপি পড়ে থাকে-
ধুলো, আর্দ্রতা আর জালবদ্ধ এক গন্ধে

একবার জাল ছিঁড়ে তাকাও-
আমি হাঁটি
শব্দের অনুপস্থিতির প্রতিবিম্বের দিকে

অনিদ্রার প্রহর

রেবেকা ইসলাম

অনিদ্রায় ডুবন্ত মেয়েটির বন্ধু হয়ে,
সারারাত জেগে থাকে
পুরোনো এই ঘরের দেয়ালগুলো।
তারপর ভোরের আলোর স্পর্শে,
পলেস্তারা হয়ে ঝরে যায়।

সেলাই করা মনের ভেতর মেঘের বাড়ি,
অস্থিরতার বন্দি বিলাস,
গলে যেতে চায় বরফের মতো।
রূপকথাপুরের শৈশব হাতছানি দেয়,
ডেকে যায় চৌরাস্তার মোড়ে-
চার রকমের অনুভূতিতে বিলীন হতে।

সন্ধ্যায় দিনের আলো জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে,
তেমনি রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যায়
সুগারছাড়া কফিসকালের তুমুল রোদে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কসের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত





শেখ শফিকুর রহমান: বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির জাকজমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ জুন শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস স্টালিং বাংলাবাজার গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি সামাদ মিয়া জাকেরিন। বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট-৩৪ এর স্টেট সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি'র ট্রাস্টি জুনেদ চৌধুরী, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব আলম, নির্বাচন কমিশনার শামীম মিয়া ও আবু কাউছার চিশতী, সাবেক সভাপতি আব্দুস শহীদ, নুরুল ইয়াহিয়া ও শাহেদ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাউছারুজ্জামান কয়েস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ট্রাস্টি ছফদর নুর, সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা আব্দুল মুহিত, আলমাছ আলী, হাসান আলী, এ রব দলা মিয়া ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমরান আনসারী এবং গীতা পাঠ করেন বিজয় কুমার সাহা। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শাহেদ আহমদ ও সুরজিত কিশোর দাস চৌধুরী। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব আলম। নবনির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- শামীম আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক- শেখ অলি আহাদ, সহ সভাপতি- মোস্তাকুর রহমান লিটন, কাজী রবিউজ্জামান ও মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- সুরাইয়া আলম লাকি, কোষাধ্যক্ষ- হুমায়ন কবীর সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক- দীপংকর দেব সুমন, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক-











ছবি: বিডি সোসাইটি ব্রঙ্কস অভিষেক

সুরজিত কিশোর দাস চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক- শেখ শফিকুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক- আবুল কালাম আজাদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মিথুন আর দেব, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক- রায়হান পারভেজ, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক- সফিকুর রহমান, সদস্য সচিব- নাজমুল ইসলাম রাসেল, আপ্যায়ন সম্পাদক- গুলজার হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- জুলি রহমান, কার্যকরী সদস্য মোঃ বিলাল ইসলাম, আশফাকুল হক চৌধুরী, বিজয় কৃষ্ণ সাহা, কাজিরুল ইসলাম শিপন, মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, মহিবুল হক, চৌধুরী মোহাম্মদ মুমিত তানিম, ফকরুল ইসলাম চৌধুরী।

শপথ গ্রহণের পর দ্বিতীয় পর্বে বিদায়ী সভাপতি সামাদ মিয়া জাকির নবনির্বাচিত সভাপতি শামীম আহমেদ-কে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এরপর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি শামীম আহমেদ এবং এই পর্ব সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া লাকি। সহ-সভাপতি কাজী রবিউজ্জামান অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত সকল অতিথিবৃন্দদের কে পরিচয় করিয়ে দেন।

এই পর্বে বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, জাকির হোসেন চৌধুরী সিপিএ, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সভাপতি সাইদুর রহমান লিংকন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মেহের চৌধুরী, বিলাল ইসলাম, সালাহউদ্দিন প্রমুখ।

ব্রঙ্কসের তিন দশক প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস-এর জাকজমক অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ নবনির্বাচিত কমিটির সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কমিউনিটির জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে।

আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমি আশা করব নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের সম্মলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস ইনক সংগঠনটি প্রবাসের একটি মডেল সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অভিষেক অনুষ্ঠানের সবশেষে বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা তিথি সঙ্গীত পরিবেশন এবং মিথুন দেবের নির্দেশনায় বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।





অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ ফুল/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- প্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্লাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

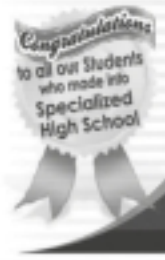
SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes



Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারও ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশ্বের যে কোন দেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে অল্পসময়ে সহজে পাচার করতে পারেন।

দেশে কোন জোলপূর্ণ মামলা/পরিস্থিতির দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার যে কোনভাবে ঝুঁকির মধ্যে পড়লে এবং দুঃস্থ হয়ে গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমিনাল এবং সিভিল ম্যাটার্স, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রোডাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit **2021** For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্যক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্যক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্র্যাক্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
Authorized IRS e-file Provider
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু আলাত
ফারহানা আমিয়ান, লিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মামদানির নির্বাচনী প্রচার কৌশলের প্রশংসায় ট্রাম্প ঘনিষ্ঠরা

২-এর পৃষ্ঠায় পর

” সবাই জবাব দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, বেশির ভাগই বলেছিলেন তাঁরা ইসরায়েল যেতে চান। কিন্তু মামদানি বলেছিলেন, “আমি কোথাও যাব না। আমি নিউইয়র্কেই থাকব। যদি ইহুদি ভোটারদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, আমি তাদের সিনাগগে, তাদের বাড়িতে যাব। আমি এখানে থাকব, কারণ আমি নিউইয়র্ক চালানোর দায়িত্ব নিতে চাই, এটাই আমার কাজ”।’

সদস্য মারজোরি টেইলর গ্রিনও মামদানির ওই উত্তরের প্রশংসা করেন। যদিও তিনি জানান, মামদানির প্রস্তাবিত ‘বিনা মূল্যে বাস, বিনা মূল্যে শিশু পরিচর্যা এবং বাড়িভাড়ার ওপর স্থগিতাদেশ’ড়এসব নীতির তিনি বিরোধিতা করেন। কার্লসনও এতে একমত প্রকাশ করেন।

কার্লসন বলেন, ‘আমি পুরোপুরি তাঁর পরিকল্পনার বিরোধী। আমি মনে করি না যে, এটা কার্যকর হবে। কিন্তু অন্তত সে অর্থনীতি নিয়ে কথা বলছে। বাকি সবাই শুধু বিদেশনীতি নিয়ে ব্যস্ত। অর্থনীতি, দেশের অর্থনীতি নিয়ে কথা বলা এত কঠিন কেন?’

এদিকে নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো মঙ্গলবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেন। এর মাধ্যমে সামনের নির্বাচনে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হওয়ার পথে এগিয়ে গেলেন মামদানি।

বিজয়ের পর মামদানি তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আজ রাতে আমরা ইতিহাস গড়েছি। আমরা জিতেছি কারণ নিউইয়র্কবাসীরা এমন একটি শহরের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, যেখানে তারা বাঁচতে পারবে, কেবল কষ্ট করেই দিন কাটাতে হবে না। যারা রাতে শ্রম দেয়, তারাও দিনের আলোয় সেই শ্রমের ফল ভোগ করতে পারবে, কঠোর পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পাবে।’

মামদানি বলেন, তিনি মেয়র হলে শক্তিশালী মেয়রের পদ ব্যবহার করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ফ্যাসিবাদের’ বিরোধিতা করবেন এবং নিউইয়র্ককে ‘ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে গড়ে তুলবেন, এমন একটি দল যারা বিনা দ্বিধায় সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই করে।’

অন্যদিকে ট্রাম্প মামদানিকে ‘শতভাগ কমিউনিস্ট উন্মাদ’ বলে কটাক্ষ করেন। ট্রাম্প তাঁর ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ লেখেন, ‘অবশেষে সেটা হয়ে গেল। ডেমোক্র্যাটরা সীমা পার করল। জোহরান মামদানি, এক শতভাগ কমিউনিস্ট উন্মাদ ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে জিতে এখন মেয়র হওয়ার পথে। আমাদের অতীতে অনেক বামপন্থী ছিল, কিন্তু এবার এটা একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে। ওর চেহারা খারাপ, গলার স্বর বিরক্তিকর, খুব একটা বুদ্ধিমানও না।’

ভাটেরা এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ সালাহ উদ্দিন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার (২৬ জুন) থেকে কার্যকর হবে।

সৈয়দ সালাহউদ্দিন এক প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এসোসিয়েশনের সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২৭ জুলাই রোববার ভাটেরা এসোসিয়েশন বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোস অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine

Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine

Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,

TLC/Motor Vehicle Exam,

মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

নিউইয়র্কে নাগরিক সমাজের সমাবেশে শেখ হাসিনার বিচার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার দাবী





শেষ পৃষ্ঠায় পর

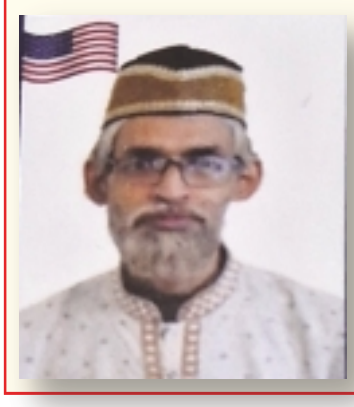
আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

'প্রবাসী নাগরিক সমাজ'-এর ব্যানারে অয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জাগপা'র কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্র জাগপা'র সভাপতি এ এস এম রহমত উল্লাহ ভূইয়া। মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শিহাব উদ্দিন ও পেট্রিয়ট বাংলাদেশ-এর সভাপতি আব্দুল কাদের সহ কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট হাসান সিদ্দিক, মইন উদ্দিন ইমরান, আশিক এলাহি, জাকারিয়া ভূইয়া, দিদার হোসেন প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন শাহেদ কামাল।

সমাবেশে বক্তারা উপরোক্ত দাবী-দাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবী জানান।



MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব। ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বাসা ভাড়াঃ
এলমহার্স্ট হাসপাতালের কাছে ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন কর্মজীবী মহিলার কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৪৬-২৭৫০, ৩৪৭-৬৭১-৫০৯৪.

বাসা ভাড়াঃ
Basement for rent (1 to 2 people max), con-sists of 1 bedroom and 1 living room with newly ren-ovated kitchen, located near Sayres Avenue 111-36 177th Street Jamaica, NY 11433. Please call 917-326-1370.

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই
৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

বাসা ভাড়া:
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বাসা ভাড়াঃ
১০৭-৪৬ গাই-আর ব্রিউয়ার বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, ২ ফ্যামিলির বাসার ২য় তলার তিন বেড, প্রশস্ত কিচেন, লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে (ব্যাচেলার/ফ্যামিলি)। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬৫৪-৬৫০২.

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent. Please contact Mojib at (347) 234-8295.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.
ড্রাইভারঃ TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

‘সকলি গরল ভেল’ !

শেষ পৃষ্ঠায় পর

বদল ছাড়া কোনটা পুরন হলো! দেশে মৌলিক কি পরিবর্তনটা এলো! সবই তো চলছে আগের মতই। ছাত্রলীগ যুবলীগের জায়গায় এসেছে আর এক সেট। আগের মতই চাঁদাবাজী টেন্ডারবাজী দখলবাজী, নিয়োগ বানিজ্য পোস্টিং বানিজ্য বদলী বানিজ্য, ঘুষ দূর্নীতির মহোৎসব! এখনও চলছে গ্রেপ্তার বানিজ্য, মামলা বানিজ্য, রিমান্ড বানিজ্য, জামিন বানিজ্য। ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলো সক্রিয়।

আগে জামায়াত-শিবির পেলে পিটিয়ে পুলিশে দেওয়া হতো এখন আওয়ামী লীগ পেলে একই ট্রিটমেন্ট। আওয়ামী লীগ জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল এখন জামাত আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করিয়েছে। আগে বুলি ছিল উন্নয়ন উন্নয়ন, এখন শুনি সংস্কার সংস্কার। আগে বলতো শেখ হাসিনার সরকার বারবার দরকার এখন বলা হয় ইউনুস সাহেবের সরকার পাঁচ বছরের জন্য দরকার! আগেও নির্বাচনের কথা বললে মুখ ঘুরিয়ে ফেলতো এখনও ও কথা তুললে মুখ শুকিয়ে যায়! শেখ হাসিনার সময় এত শুনলাম ২৬ লাখ ভারতীয় নাকি বাংলাদেশে কাজ করে, জানা গেল না এদের কয়জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। জানলাম না ভারতের সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী কয়টা চুক্তি বাতিল করা হয়েছে! উল্টো দেখলাম ভারতই কয়েকটা স্থগিত বা বাতিল করে দিয়েছে। বিদেশে পাচারকরা কয় টাকা ফেরত আনা গেছে, খেলাপী ঋণের কয় টাকা উদ্ধার করা গেছে! বা কয়টা ব্যাংক লুটেরাকে জেলে ঢোকানো গেছে! লুটপাটের আখড়া কুইক রেন্টালগুলো কেন এখনও বাতিল করা হলো না! বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ হ্যাকের তদন্ত রিপোর্ট আজও কেন প্রকাশ করা হলো না! তাহলে কি হাসিনাপুত্র এই ডাকাতির সাথে যুক্ত নয়! এমনি আরও অনেক প্রশ্ন জনমনে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পক্ষান্তরে কি দেখা গেল, নতুন করে আর এক সেট লুটেরার পয়দা হয়েছে। দশ মাসেই কিছু লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে, ‘ফকিরনীর পুত’ থেকে কিছু টোকাই রাতারাতি ‘রাজপুত’ বনে গেছে! সেই প্রতিপক্ষ দমন, হানাহানি! বিনা ভোটে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার সেই পুরনো খায়েশ! রাতারাতি দল গঠন করে ক্ষমতা ধরে রাখার অভিলাষ!

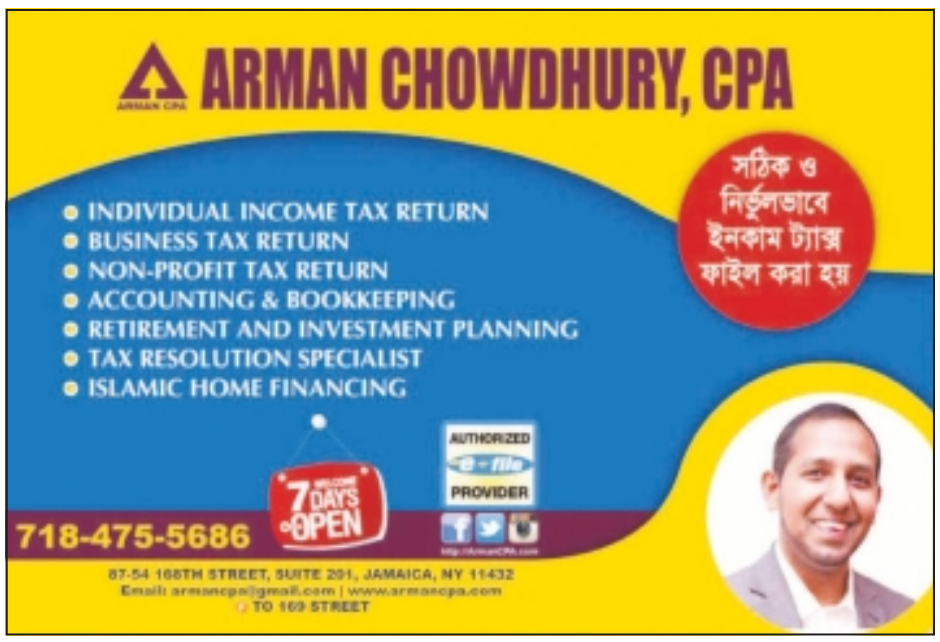
তাহলে দশ মাসে প্রফেসর সাহেব নতুনটা কি করলেন! এর সবই তো শেখ হাসিনা করে গেছে! রেডিও টিভির ভাষণে কথার ফুলঝুরি দিয়ে কি বাস্তবতা ঢেকে রাখা যায়! বলবেন ব্যাংকিং খাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে, রিজার্ভ বেড়েছে- এগুলো ভাল অর্জন। উল্লেখযোগ্য পরিমান বিদেশী ঋণ শোধ করা হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন রাখা গেছে- অবশ্যই এসব সাফল্য। এর জন্য প্রফেসর ইউনুসকে তো লাগে না! সর্বগ্রাসী একটা লুটেরা সরকারের জায়গায় তিনি না হয়ে অন্য কেউ বসলেও অন্তত: এতটুকু অর্জন তো আসতো। তারপরও যদি ধরে নেই এ সবই প্রফেসর সাহেবের সাফল্য- তার সবই ম্লান হয়ে যায় মব সন্ত্রাসের কাছে তার আত্মসমর্পন বা তা লালনের কাছে।

দশ মাসে একটা ব্যপার বোঝা গেছে বিশেষ কোন চমক দেখানো তার পক্ষে সম্ভব না। ইতিমধ্যে অনেকের মোহভঙ্গ ঘটেছে। কেউ কেউ বলেন ইউনুস ম্যাজিক শেষ। বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান তার সাধ্যের বাইরে। তিনি বড়জোর কিছু ধান্ধাবাজের স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যাবেন। এ অবস্থায় মতলববাজদের পাল্লায় পড়ে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার পরিনতি তার জন্য যেমন- দেশের জন্যও শুভকর কিছু হবে না। আমি মনে করি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করিয়ে মানসম্মান নিয়ে নিজের কাজে ফিরে যাওয়াই তার জন্য হবে বেটার অপশন। দেশের কি হবে! জনগনই ঠিক করে নেবে কিভাবে তারা চলবে, কাদের দ্বারা শাষিত হবে।




এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম
হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি
Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন
Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস
We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি
WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES
Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park
CALL 917 930 1170
» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.
Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rat canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services
We accept most Insurances & Medicaid
EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮


ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET


Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস


নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates
السعودية SAUDIA
الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

ব্রুকলীনে পথমেলায় উৎসবের আমেজ







শেষ পৃষ্ঠায় পর এছাড়াও ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় ছিলো সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষের ঢল।

'লিটল বাংলাদেশ' খ্যাত ব্রুকলীনে আয়োজিত এবারের পথমেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক শামসুদ্দিন আজাদ। তিনি ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। এসময় মেলা কমিটির কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারীতে মেয়র পদপ্রার্থী ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী (মঙ্গলবারের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হন) এবং সিটি কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফ। মেলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, এটর্নী পেরী ডি সিলভার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সংগঠনের সাবেক সভাপতি আব্দুর রব চৌধুরী, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, আবুল হাসনাত, লিয়াকত আলী, মহিউদ্দীন, শাইমন, আনোয়ারুল আজিম, এসএম ফেরদাউস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেলার অনুষ্ঠান মঞ্চে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড চেয়ারম্যান লায়ন শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত করা হয়। এছাড়াও মেলায় দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে স্রোতের বিপরীতে পথচলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ৪৭১ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত নাজমা ট্রাভেল-এর কর্ণধার রোকেয়া বেগম-কে। পাশাপাশি কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য আব্দুল কাদের মিয়া, জাফর উল্লাহ, নূরুল আজীম, ফিরোজ আহমেদ প্রমুখকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেলায় অতিথি ছাড়াও সিএমবিবিএ'র সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী, মেলা কমিটির আহবায়ক মামুনুর রশীদ, সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজীম, প্রধান সমন্বয়কারী আবুল হাসান মহিউদ্দিন বক্তব্য রাখেন। রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের মনের খোরাক ও আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পথমেলার আয়োজন। তিনি আগামী দিনে আরো বড় ও আকর্ষণীয়ভাবে মেলা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন।

মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শাহ মাহবুব, নিলীমা শশী, কামরুজ্জামান বকুল, নাজু আখন্দ, অনিক রাজ প্রমুখ। পথমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিটি ৫ ডলার মূল্যের র‍্যাফেল ড্র। প্রথম পুরস্কার ছিল একটি নতুন টয়োটা গাড়ি। যা স্পন্সর করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল কাদের মিয়া। আরো ছিলো স্বর্নের চেইন, লকেড, এলডি টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন প্রভৃতি। র‍্যাফেল ড্র শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। মেলার কর্মকান্ড উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল ও শারমীনা সিরাজ সোনিয়া।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনের একদিন আগে আয়োজিত সিএমবিবিএ'র পথমেলা 'নির্বাচনী প্রচারণা'র মেলায় পরিণত হয়। বিশেষ করে মেলায় মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানীর যোগদান আর ব্রুকলীনের সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ৩৯ আসন থেকে শাহানা হানিফ পুনরায় একই পদে প্রার্থী হওয়ায় মেলায় জমজমাট হয়ে উঠে নির্বাচনী প্রচারণা। মামদানীকে নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা 'বাংলাদেশী স্টাইলে' রাজপথ দখল করে মিছিল করে শ্লোগান দেয়। এছাড়াও অধিকাংশ বক্তা তাদের বক্তব্যে মামদানী ও শাহানার পক্ষে ভোট কামনা করেন।





সাংবাদিক সিরাজুল হকের জানাজা সম্পন্ন

শেষ পৃষ্ঠায় পর কবরস্থানে তার স্ত্রীর কবরের পাশে সিরাজুল হকের মরদেহ দাফন করা হয়েছে।

মরহুম সিরাজুল হক নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবেরও সদস্য ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা সহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। গত ২৬ জুন বৃহস্পতিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ও ২ মেয়ে এবং নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত মরহুম সিরাজুল হকের জানাজা নামাজে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ। জানাজার আগে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তার কন্যা জামাতা এবিএম সালেউদ্দিন। জানাজায় প্রবীণ সাংবাদিক কাজী শামসুল হক, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ খান তাসের, সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, আজকের টেলিগ্রাম ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক রূপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। এদিন আরো একজন প্রবাসীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে শুক্রবার জানাজা শেষে ঐদিনই (২৭ জুন) কাতার এয়ারলাইন্সের রাতের একটি ফ্লাইটে মরহুম সিরাজুল হকের মরদেহ ঢাকায় পাঠানো হয়। মরদেহের সাথে তার কন্যা সাঈদা আখতার রেজভীন ও জামাতা এবিএম সালেহউদ্দীন একই ফ্লাইটে ঢাকায় যান। জানা গেছে, ঢাকায় রোববার (২৯ জুন) স্থানীয় সময় সকালে মরদেহ পৌছার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ও জাতীয় প্রেসক্লাবের দুই দফা জানাজা শেষে মরহুম সিরাজুল হকের মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে তার স্ত্রীর কবরের পাশে দাফন করা হয়েছে।



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বনভোজন ২০২৫

আকর্ষণীয় প্রাইজ ১.
লিউইস্টর–জনো এয়ার টিকেট
১৪" টিভি, স্পীনব্রুম
১০ আকর্ষণীয় ১০টি পুরস্কার

স্থান:
Belmont Lake State Park
(Maple Pavilion)
625 Belmont Ave, West Babylon, NY 11704

তারিখ: ৬ জুলাই রবিবার

সংগীত পরিবেশন করবেন
বাংলাদেশের জনপ্রিয়
শব্দিত শিল্পি
দিলরুবা খানের কন্যা
শিমুল খান



বিশেষ আকর্ষণ
খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন:
মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী

বনভোজনের জন্য নির্ধারিত কোন ফি নাই।

যাতায়াত নিজস্ব পরিবহন

আপনারা সকলে আমন্ত্রিত

আহ্বায়ক:
ইমরুল কায়সার
347-725-5132

প্রধান সমন্বয়কারী
আরিফ চৌধুরী
347-839-9230

সদস্য সচিব:
মোহাম্মদ ঈসা
718-709-1371

যুগ্ম আহ্বায়ক:
অজয় তালুকদার
মোহাম্মদ কলিম উল্লাহ

সমন্বয়কারী
জাবের শফি
মোঃ আকতার হোসেন
পল্লব রায়

যুগ্ম সদস্য সচিব:
মোঃ নুরুল আমিন
তানিম মহসিন
মোহাম্মদ মহিম উদ্দিন

অর্থ কমিটি
মোঃ শফিকুল আলম
646-457-5746
মোঃ নুরুল আমিন
917-294-4046

সার্বিক সহাযোগিতায়ঃ
মোহাম্মদ আলী নুর, হাজী টি আলম, ফরিদ আহমেদ চৌধুরী, মো: সওশাদ কামাল,মোহাম্মদ শাশির চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ
আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ হাসিব, কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিএা, মুহাম্মদ ওয়াহিদী, সরওয়ার জামাল সিপিএ, জুবায়ের মানিক, মোহাম্মদ শামসুল আলম চৌধুরী, মনির আহম্মদ, সৈয়দ এম মেহা, মোহাম্মদ সেলিম, মুহাম্মদ এনাম চৌধুরী, মো: আবছার উদ্দিন, কামাল হোসেন মিঠু, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবু তাহের চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ মোহাসেন রিজভী চৌধুরী, আবুল কাশেম চট্টলা, তরিকুল হাসনার চৌধুরী, খোকন কে চৌধুরী, প্রাবলী সিপিএ, লতী চৌধুরী, নুরুল আজিম , হাজী মৌহিদুল আলম, কাজী আশরাফ হোসেন লাল, মুহাম্মদ আমিন, মুহাম্মদ শওকত হোসেন, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মিজানুর রহমান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, মোহাম্মদ শাহ নুর, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, হোসাল মাহমুদ, সাহাব উদ্দিন চৌধুরী (সিটন), খোরশেদ উদ্দীন, মো: মুজিবুর রহমান, মুহাম্মদ দিলারুল আলম, মুহাম্মদ আউহাব, মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, মোহাম্মদ নুরুল আশেরাফ, ইব্রাহিম শিপু, মুহাম্মদ জামাল চৌধুরী, মুহাম্মদ শাহজাহান, আবুল কালাম, মো: শরিফ উদ্দিন, মো: সেলিম, আবুদুর রশিদ, উজ্জল দাশ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, মুহাম্মদ সোলাইমান, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, এডভোকেট হাসিব, ফারুক আলী তালুকদার, মাহবুবুর রশিদ, মুহাম্মদ শামসুর, মুহাম্মদ মির হোসেন, মুহাম্মদ লায়কল, প্রফেসর ইকবাল, সিরাজুল ইসলাম, খোরশেদ খন্দকার, আহমেদ আলী খান (সিটন), মতিউর চৌধুরী, মুহাম্মদ মানু, লায়কল চৌধুরী, মুহাম্মদ আজিজ সোহেল, মুহাম্মদ করিম, মুহাম্মদ মতিউল্লিন, মুহাম্মদ বাসেলুল আলম, মুহাম্মদ সওকত, নিরিল বাবু, শপ্তাই, মুহাম্মদ বাবলু, মুহাম্মদ বাহল আলী, মুহাম্মদ হাসান, মিতু চৌধুরী, মৌহিদুল আলম চৌধুরী, বেলাল হোসেন ও কাজী এমরান।

নিবেদকঃ

মোহাম্মদ আবু তাহের
সভাপতি
917-775-4178

মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
646-932-4342

চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক
Chittagong Association of North America Inc.



The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ৩৯ : সোমবার, জুন ৩০, ২০২৫
আষাঢ় ১৭, ১৪৩২ মহররম ০৪, ১৪৪৭

Vol. 29 : Issue 39 : June 30, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

ট্রাম্পের 'দুঃস্বপ্ন' জোহরান কি রিপাবলিকানদের জন্য আশীর্বাদও হয়ে উঠতে পারেন

দ্য ইকোনমিস্ট : নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাথমিক বাছাইয়ে চার দিন আগে ৩৩ বছর বয়সী জোহরান মামদানি ম্যানহাটনে জনসংযোগ করছিলেন। তিনি ম্যানহাটনের ইনউড হিল পার্ক *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



তরুণ জোহরান মামদানির রাজনৈতিক উত্থানে আলোড়ন

ট্রাম্পের কটাক্ষে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো আত্মবিশ্বাসী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে যেন এক নতুন ইতিহাসের সূচনা ঘটতে চলেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম রাজনীতিবিদ জোহরান মামদানি। শুধু বয়সেই তরুণ নন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও পারিবারিক ঐতিহ্য মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন এক ভিন্নধর্মী জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিমূর্তি।

এদিকে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পরই জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে আলোচনায় উঠে এসেছেন জোহরান মামদানি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও তাঁকে নিয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও তা ছিল রীতিমতো তীর্যক ও কটাক্ষ।

ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে এ এক পোস্টে তিনি জোহরানকে "কট্টর কমিউনিস্ট উন্মাদ" বলে আখ্যা দেন।

প্রেসিডেন্টের কটাক্ষে যতটা তির্যকতা ছিল, ততটাই সুযোগ এনে দিয়েছে জোহরানের জন্য। তরুণ, সৎ ও বামঘেঁষা রাজনীতির এই মুখ হয়ে উঠেছেন একটি প্রজন্মের স্বপ্নের বাহক।

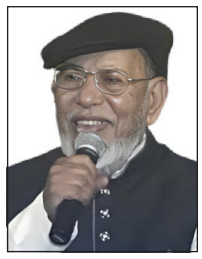
ট্রাম্প জোহরানকে উদ্দেশ্য করে ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, "আমরা আগেও র‍্যাডিকাল বামপন্থীদের দেখেছি, কিন্তু এবার ব্যাপারটা হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে। ওর চেহারা বাজে, গলা কর্কশ, খুব বেশি বুদ্ধিমানও না।"

প্রাইমারিতে জোহরানের জয়ের পর ট্রাম্পের প্রথম *১১ -এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সাংবাদিক সিরাজুল হকের জানাজা সম্পন্ন

মরদেহ ঢাকায় দাফন

নিউইয়র্ক: প্রবীণ সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের আজীবন সদস্য সিরাজুল হকের নামাজে জানাজা শুক্রবার (২৭ জুন) বাদ জুমা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার মরদেহ ঐদিনই ঢাকায় প্রেরণ করা হয় এবং ঢাকায় আজিমপুর *৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*



সাইদ তারেকের কলাম

'সকলি গরল ভেল'!



এই যে আমরা এত আশায় বুক বাঁধলাম, প্রফেসর সাহেব একজন উপযুক্ত লোক প্রফেসর সাহেব একজন ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড পারসন, সারা দুনিয়ার দুয়ার তার জন্য অবারিত, যেখানে যার কাছে গিয়ে টাকা চাইবেন বস্তায় বস্তায় নিয়ে ফিরবেন, দেশটা তিনি বদলে দেবেন- এইযে এত স্বপ্ন- এগারো মাস হতে চললো, চেয়ারগুলোয় কিছু চেহারা *২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

কমিউনিটি নেতা জাবেদ উদ্দিনের পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ

আত্মার মাগফেরাত কামনায় নিউইয়র্কে দোয়া অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মো. জাবেদ উদ্দিনের পিতা ও বাংলাদেশের মৌলভীবাজার সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ও কেশবচর গ্রামের এর বাসিন্দা হাজী ডাঃ মো: গিয়াস উদ্দিন (নামদার মিয়া) মৃত্যুতে উনার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এবং *১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কে নাগরিক সমাজের সমাবেশে শেখ হাসিনার বিচার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার দাবী

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে নাগরিক সমাজের সমাবেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের সকল হত্যা, গুম-খুন ও অন্যায়-অবিচারের বিচার এবং জনগণের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের উদ্যোগের দ্রুত বাস্তবায়ন দাবী করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় সিটির ব্রুকলীনের 'লিটন বাংলাদেশ' এলাকায় এই সমাবেশের *২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

জোহরান মামদানির সমর্থনে

একতাবদ্ধ হচ্ছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগামী নভেম্বরে সিটি মেয়র নির্বাচনে নিউইয়র্কের দুটি প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন এবার নতুন করে সমর্থনের প্রতি এগোচ্ছে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জোহরান মামদানির দিকে। এমনটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে পলিটিকো।

নিউইয়র্ক সিটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শ্রম ইউনিয়ন প্রভাবের শহর, যেখানে শ্রমিক সমর্থন নির্বাচনী জয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়নগুলো শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই দেয় না, তারা ভোটারদের সক্রিয় করে। মামদানির প্রাইমারী নির্বাচনী জয়যাত্রায় যে ৪০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পেইনে ছিলেন, ইউনিয়নগুলোর সমর্থনে আগামী সিটি মেয়র নির্বাচনে তা আরও শক্তিশালী হতে পারে। যার ফলে নির্বাচনে জয়ের ক্ষেত্রে এ সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পলিটিকো'র তথ্যমতে, নিউইয়র্ক সিটির হোটেল ও গেমিং ট্রেডস কাউন্সিল এবং ভবন পরিষেবা কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী ৩২বিজে এসইআইইউ এই দুটি প্রভাবশালী ইউনিয়ন ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনীত প্রার্থী মামদানিকে সমর্থন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ দিকে সাবেক *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

২৭ জুলাই রোববার বনভোজন

ভাটেরা এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ সালাহ উদ্দিন



নিউইয়র্ক: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার প্রবাসী ভাটেরাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র সভাপতি শেখ রাজা মিয়া তালুকদার ব্যক্তিগত সফরে বাংলাদেশ গমন করায় সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ সালাহ উদ্দিন-কে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ : ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর ৮ আগষ্ট ড. ইউনুস সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রায় এবছর হতে চললো। অন্তবর্তী সরকার ১৬ জুলাই-কে 'জুলাই শহীদ দিবস' এবং ৫ আগস্ট-কে 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্তের বরাত দিয়ে রোববার (২৯ জুন) এই তথ্য জানিয়েছেন। *১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কে "হোপ নেভার ডাইস" প্রামাণ্যচিত্রের প্রদর্শনী

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হলো কোভিড-১৯ মহামারিকে কেন্দ্র করে নির্মিত *১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ব্রুকলীনে পথমেলায় উৎসবের আমেজ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সংগঠন 'বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর বার্ষিক পথমেলায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনের উপস্থিতিতে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয় 'লিটল বাংলাদেশ' খ্যাত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউতে। গত ২২ জুন রোববার খোলা রাস্তার উপর বর্ণাঢ্য এই মেলার আয়োজন করা হয়। এবারের মেলা ছিলো সিএমবিবিএ'র ১৫তম পথমেলা। মেলার মূল কার্যক্রম চলে বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে পর্যন্ত। মেলায় রাস্তার দুইপাশে বসেছিলো বিভিন্ন স্টল আর বাহারী পণ্যের সমাহার। *৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com